





# চাকমা কবিতা

নন্দলাল শর্মা সম্পাদিত





## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

# চাকমা কবিতা

[চাকমা-বাংলা দ্বিভাষিক সংকলন]

নন্দলাল শর্মা  
সম্পাদিত



ঢাকা, বাংলাদেশ



প্রকাশক ॥ সাঈদ বারী  
প্রধান নির্বাহী, সুচীপত্র  
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০  
ফোন ॥ ৭১১৩৮৭১

চাকমা কবিতা  
সম্পাদনা : নন্দলাল শর্মা

বড় ॥ গ্রন্থকার  
প্রথম প্রকাশ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০৮  
প্রচ্ছদ ॥ নিয়াজ চৌধুরী তুলি  
মুদ্রণ ॥ সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা  
বর্ণ বিন্যাস ॥ মাহমুদ কম্পিউটার প্রিন্টার্স  
হক সুপার মার্কেট, পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ॥ মুক্তধারা  
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র  
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ॥ সঙ্গীতা লিমিটেড  
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Chakma Kabita  
[With Bangla Translation]  
Edited by Nandalal Sharma

Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra  
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100 Bangladesh  
Phone : 7113871  
Price : BDT. 100.00 only. US \$ 3.00

মূল্য ॥ ৳ ১০০.০০ মাত্র

ISBN 984-70022-0047-6

সাপ্তাহিক বনভূমি ও দৈনিক গিরিদর্পণ সম্পাদক  
এ কে এম মকসুদ আহমদ  
হস্তিদন্তশিল্পী ও গ্রন্থপ্ৰেমিক  
বিজয়কেশন চাকমা  
এবং  
কবি, নাট্যকার, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও শিক্ষাবিদ  
মৃণ্ডিকা চাকমা

## সবিনয় নিবেদন

১৯৭৬ সালে রাজ্যমাটি সরকারি কলেজে যোগদানের পর চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সেখানকার সাহিত্য, সংবাদপত্র, প্রকাশনা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করেছি। তখন চাকমা কবিতা সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মে। চাকমা ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন সময়ে চাকমা কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছে। কিন্তু এগুলো মূলত স্বল্পায়ু সাময়িকী, যাতে চাকমা কবিতার কালানুক্রমিক চিত্র ফুটে উঠত না। এজন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের চাকমা কবিতার একটি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। ১৯৮৯ সালে সিদ্ধান্ত নিই 'চাকমা কবিতা'-র একটি দ্বিভাষিক সংকলন সম্পাদনা করবো। কবি মৃন্তিকা চাকমা কবিতা সংগ্রহ, সংকলন ও অনুবাদে সহায়তা দান করেন। কিন্তু তখনই আমি রাজ্যমাটি থেকে বদলি হয়ে হবিগঞ্জে চলে আসি।

হবিগঞ্জে আসার পরও আমার কাজ অগ্রসর হতে থাকে। কবি মৃন্তিকা চাকমা-র ঐকান্তিক সহযোগিতায় কাজ প্রায় শেষ হলেও নানা কারণে দীর্ঘ এক দশক এ সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এরপর আবার নতুন করে কাজ শুরু করি। ইতোমধ্যে কয়েকজন কবি কবিতা জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছেন। নতুন নতুন কবির আগমন ঘটেছে। সুগম চাকমা, মুক্তা চাকমা প্রমুখ নবীন কবি আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। তবু চাকমা কবিতা সংকলন ও সম্পাদনায় তাদের কথা বারবার মনে হয়েছে।

২০০৬ সালে মনিষপন দেওয়ান প্রকাশ করেছেন 'রান্যাফুল' নামে একটি বৃহদায়তন চাকমা কবিতা সংকলন। কিন্তু আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে সংকলন সাজিয়েছিলাম এ সংকলন সে রকমের নয়। তাই নতুন করে সংকলনটির কাজ শুরু করি। মৃন্তিকা চাকমা এবারেও প্রচুর শ্রম ও মমতা দিয়ে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে এবং সূচীপত্রের প্রধান নির্বাহী জনাব সাঈদ বারী প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ না করলে 'চাকমা কবিতা'-র প্রকাশ বিলম্বিত হত। গ্রন্থে যাদের কবিতা সংকলিত হলো তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির কবিতা সংকলিত করা সম্ভবপর হলো না, এজন্য দুঃখিত। গ্রন্থটি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ।

মুরারিচাঁদ কলেজ  
সিলেট

নন্দলাল শর্মা  
১৬ ডিসেম্বর ২০০৭

## সবিনয় নিবেদন

১৯৭৬ সালে রাজ্যমাটি সরকারি কলেজে যোগদানের পর চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সেখানকার সাহিত্য, সংবাদপত্র, প্রকাশনা প্রভৃতি নিয়ে কাজ করেছি। তখন চাকমা কবিতা সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মে। চাকমা ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন সময়ে চাকমা কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছে। কিন্তু এগুলো মূলত স্বল্পায়ু সাময়িকী, যাতে চাকমা কবিতার কালানুক্রমিক চিত্র ফুটে উঠত না। এজন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বশীল কবিদের চাকমা কবিতার একটি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। ১৯৮৯ সালে সিদ্ধান্ত নিই 'চাকমা কবিতা'-র একটি দ্বিভাষিক সংকলন সম্পাদনা করবো। কবি মৃন্তিকা চাকমা কবিতা সংগ্রহ, সংকলন ও অনুবাদে সহায়তা দান করেন। কিন্তু তখনই আমি রাজ্যমাটি থেকে বদলি হয়ে হবিগঞ্জে চলে আসি।

হবিগঞ্জে আসার পরও আমার কাজ অগ্রসর হতে থাকে। কবি মৃন্তিকা চাকমা-র ঐকান্তিক সহযোগিতায় কাজ প্রায় শেষ হলেও নানা কারণে দীর্ঘ এক দশক এ সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এরপর আবার নতুন করে কাজ শুরু করি। ইতোমধ্যে কয়েকজন কবি কবিতা জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছেন। নতুন নতুন কবির আগমন ঘটেছে। সুগম চাকমা, মুক্তা চাকমা প্রমুখ নবীন কবি আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। তবু চাকমা কবিতা সংকলন ও সম্পাদনায় তাদের কথা বারবার মনে হয়েছে।

২০০৬ সালে মনিষপন দেওয়ান প্রকাশ করেছেন 'রান্যাফুল' নামে একটি বৃহদায়তন চাকমা কবিতা সংকলন। কিন্তু আমি যে দৃষ্টিকোণ থেকে সংকলন সাজিয়েছিলাম এ সংকলন সে রকমের নয়। তাই নতুন করে সংকলনটির কাজ শুরু করি। মৃন্তিকা চাকমা এবারেও প্রচুর শ্রম ও মমতা দিয়ে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করেছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে এবং সূচীপত্রের প্রধান নির্বাহী জনাব সাঈদ বারী প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ না করলে 'চাকমা কবিতা'-র প্রকাশ বিলম্বিত হত। গ্রন্থে যাদের কবিতা সংকলিত হলো তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির কবিতা সংকলিত করা সম্ভবপর হলো না, এজন্য দুঃখিত। গ্রন্থটি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ।

মুরারিচাঁদ কলেজ  
সিলেট

নন্দলাল শর্মা  
১৬ ডিসেম্বর ২০০৭

## সূ|চি

প্রসঙ্গ কথা /৯	৫৭/ মুজিবুল হক বুলবুল
রাধামন ধনপুদি পালা /১৫	৫৯/ সুসময় চাকমা
শিবচরণ চাকমা /১৭	৬০/ রাজা দেবশীষ রায়
পণ্ডিত ধর্মধন চাকমা /১৯	৬১/ তরুণ কুমার চাকমা
তান্যাবীর বারমাসী /২১	৬২/ কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা
প্রবোধচন্দ্র চাকমা /২৩	৬৫/ হীরালাল চাকমা
চুনীলাল দেওয়ান /২৫	৬৭/ শিশির চাকমা
মুকুন্দ তালুকদার /২৬	৬৯/ রাস্কীন চাকমা
সলিল রায় /২৮	৭১/ চন্দন চাকমা
চিত্রমোহন চাকমা /৩০	৭২/ ঝিমিতঝিমিত চাকমা
ভগদত্ত খীসা /৩২	৭৪/ পুষ্পিতা খীসা
বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা /৩৪	৭৬/ তারাশঙ্কর ত্রিপুরা
ফেলাজেয়্যা চাকমা /৩৫	৭৭/ সজীব চাকমা
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাকমা /৩৭	৭৯/ অং ছাইন চাক
সুপ্রিয় তালুকদার /৩৯	৮০/ আনন্দমিত্র চাকমা
ননাধন চাকমা (সুগত চাকমা) /৪১	৮২/ চাংমা সীমা দেবান
রমণী মোহন চাকমা /৪৩	৮৪/ রিপরিপ চাকমা
পরমানন্দ বিকাশ দেওয়ান /৪৫	৮৬/ রণেল চাকমা
শ্যামল তালুকদার ৪৭	৮৮/ সুগম চাকমা
প্রেমলাল চাকমা /৪৯	৮৯/ তনয় দেওয়ান ইন্দু
শান্তিময় চাকমা /৫১	৯১/ জয়মতি তালুকদার ফেন্সি
মৃত্তিকা চাকমা /৫২	৯২/ মুক্তা চাকমা
সুহৃদ চাকমা /৫৪	
বীরকুমার চাকমা /৫৫	৯৪/ কবি পরিচিতি



## সম্পাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

- পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৮১)  
পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (১৯৮৩)  
প্রকাশনা : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতি (১৯৮৪)  
তুমি আমাদেরই লোক (১৯৮৫)  
ছোটদের রামমোহন (১৯৮৬; দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২)  
নেপালে খেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অনুবাদ, ১৯৮৭)  
ডাকঘরের কথা (১৯৯১; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪)  
দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (১৯৯২)  
হবিগঞ্জের সাহিত্যঙ্গন (১৯৯২)  
মুহম্মদ নূরুল হক (১৯৯৩)  
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের ইতিকথা (১৯৯৪)  
চৌধুরী গোলাম আকবর (১৯৯৫, বি.এন.এস.এ. পুরস্কার প্রাপ্ত)  
সুনামগঞ্জের সাহিত্যঙ্গন (১৯৯৫)  
উত্তর প্রবাসী থেকে উত্তরাপথ (১৯৯৬)  
মৌলভীবাজারের সাহিত্যঙ্গন (১৯৯৭)  
সিলেটের ফোকলোর রচনাপঞ্জি (১৯৯৮)  
ফোকলোর চর্চায় সিলেট (১৯৯৯)  
আল ইসলাহ পত্রিকায় মুসলিম চিন্তা চেতনা (২০০০)  
আল ইসলাহ পত্রিকার লেখক ও রচনাসূচি (২০০০)  
রাধারমণ গীতিমালা (সম্পা. ২০০২)  
সিলেটের বারমাসী গান (সম্পা. ২০০২)  
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম (২০০২)  
আকাশে হেলান দিয়ে (২০০৩)  
মোহাম্মদ হানীফ পাঠান : জীবন ও কর্ম (২০০৪)  
নিশীথে যাইও ফুলবনে (২০০৪)  
সিলেটের সাহিত্যঙ্গন (২০০৫)  
পরিচিতির আলোকে জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ (হারুন আকবর সহযোগে, ২০০৫)  
তোমার সৃষ্টির পথ (২০০৫)  
মরমী কবি শিতালং শাহ (সম্পা. ২০০৫)  
মধুসূদনের প্রহসন (সম্পা. ২০০৬)  
প্রমথ চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ (সম্পা. ২০০৬)  
সত্যসন্ধ গবেষক মোহাম্মদ আসাদুর আলী (২০০৬)  
ঐতিহ্যের ধারক গোলাম মস্তুফা চৌধুরী (২০০৬)  
সিলেটের জনপদ ও লোকমানস (২০০৬)  
চাকমা প্রবাদ (২০০৭)  
চৌধুরী গোলাম আকবর : রচনা ও সংগ্রহ সম্ভার (সম্পা. ২০০৭)  
বশির মিয়া : আত্মিক আশ্রয় (সম্পা. ২০০৭)

## প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের পার্বত্য জনপদ বর্তমান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাগুরু হলেন চাকমা। বর্তমানে তাদের সংখ্যা তিন লক্ষাধিক বলে মনে হয়।

চাকমাদের প্রাচীন গীতিকাব্য রাধামন ধনপুদি পালা ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় তাদের আদি বাসস্থান চম্পকনগর। কিন্তু এই চম্পকনগরের অবস্থান ভারতে না কম্বোডিয়ায় না থাইল্যান্ডে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা নব্য এশিয়াটিক মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের বর্তমান ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। 'ঐতিহাসিক বা জীবিকার কারণে তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। এমন কি, নিজেদের মাতৃভাষাও সম্ভবত বিসর্জন দিয়েছে। যেহেতু তাদের বর্তমান মুখের ভাষায় চাম, থাই-কাডাই ভাষার প্রভাব রয়েছে, সেহেতু মনে হয় তাদের পূর্বের মুখের ভাষা অস্ট্রিক ও ভোটচীনিয় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সে ভাষা তারা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে এক বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে। এ বিজাতীয় দলকে আমি 'আর্থ' বলে মনে করি।' (সুহৃদ ১৯৮০:৩১)

বাংলাদেশের চাকমাদের ভাষা ও সাহিত্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। 'কারণ সমতল ভূমির তুলনায় এই সমাজ জীবনের অবস্থান ভৌগোলিক আর্থনীতিক দিক থেকে অনেক দূরে এবং ঐতিহ্যবোধের প্রেক্ষাপটও ভিন্নতর। এখানকার আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাতে এ যাবত কোন পরিবর্তনের সূচনা দেখা না দেয়ায় বৃহত্তর সমাজ জীবন প্রাচীন ব্যবস্থার অনুসারী রয়ে গেছে যদিও অতি সম্প্রতি এখানকার শহর প্রধান এলাকায় আধুনিক জনজীবনের প্রভাব দেখা যায়। এই কারণেই বিভিন্ন আধুনিক সাহিত্য শিল্পের মত নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় অবাধ বিচরণ চাকমা সাহিত্যে সচরাচর দৃশ্যমান নয়। বর্তমানে নব্য শিক্ষিত চাকমা সম্প্রদায়ের একাংশ নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় বিহারের চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাদের সাফল্যের দিকে আমরা আগ্রহভরে তাকিয়ে আছি।' (হিরহিত ১৯৮৯)

চাকমা ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। চাকমা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে যা পাওয়া যায় তা চাকমা বর্ণেই লিখিত। চাকমা বর্ণমালায় লেখা যে সকল পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আগরতারা', চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক 'তাহ্লিক শাস্ত্র', যোগ ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 'ভেদতত্ত্ব', 'বায়ুভেদ' এবং বিভিন্ন বারোমাসি। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশেষ শতকের গোড়ার দিকে চাকমা বর্ণে কয়েকটি বাংলা কাব্য অনুলিখিত হয়েছিল। নিধিরাম আচার্যের 'বিদ্যাসুন্দর' এবং অজ্ঞাতনামা কবির 'গোরক্ষবিজয়' পুঁথি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চাকমা বর্ণে লেখা কয়েকটি পাণ্ডুলিপি রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত আছে। (শর্মা ২০০৭:৩৪) আরো বহু পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্থানে

ছড়িয়ে আছে—যা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আবশ্যিক। চাকমা বর্ণে কোন বই ছাপা হয় না। কেননা চাকমা বর্ণের কোন টাইপ বা ছাপাখানা নেই। এই বর্ণমালার প্রচার ও ব্যবহার ক্রমেই কমে আসছে। ১৮৮৬ সালে খ্রিস্টান মিশনারিরা এলাহাবাদ থেকে চাকমা বর্ণে বাইবেল প্রকাশ করেছিলেন। সেই গ্রন্থের একটি কপি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি-এর সংগ্রহশালায় রয়েছে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে হরকিশোর চাকমার ‘চাকমা লেখা শিক্ষা’ চাকমা বর্ণে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালে নোয়ারাম চাকমার ‘চাকমার পঞ্চম শিক্ষা’ প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালে ননাদন চাকমা প্রকাশ করেন ‘চাকমা ভাষা শিখিবার বই’। জুভাপ্রদ থেকে ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে চাকমা বর্ণমালা শেখার জন্য ‘চিজির বই’। চিরজ্যোতি চাকমা ও মঙ্গল চাকমা সম্পাদিত ‘চাঙমার আগুপুধি’ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮২ সালে। শ্রীমৎ শ্রদ্ধালঙ্কার ভিক্টর ‘এমসিধি’ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৭ সালে। কিন্তু চাকমা বর্ণে চাকমা সাহিত্যচর্চা হচ্ছে না বললেই চলে। প্রাচীনকালে চাকমা বর্ণে লিখিত পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বাংলা বর্ণে লিপ্যন্তরিত করা হচ্ছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলছে। চাকমা ধ্বনিকে বাংলা বর্ণে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা আছে। তা সত্ত্বেও বাংলা বর্ণেই চাকমা সাহিত্য রচিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকেই চাকমা ভাষায় সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। বলাবাহুল্য বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় চাকমা ভাষায়ও প্রথম কবিতাই রচিত হয়েছে। চাকমা গদ্য সাহিত্যের জন্য হয়েছে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে, প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সত্তরের দশকে। এই ধারা এখনও পূর্ণাঙ্গ বিকশিত হয়নি। কিন্তু চাকমা কাব্যসাহিত্য, বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্য যুগের, খুবই উন্নতমানের। সুহৃদ চাকমা চাকমা সাহিত্য চর্চার কালকে তিনটি যুগে ভাগ করেছেন।

ক. প্রাচীন যুগ (১৩০০ খ্রি.-১৬০০ খ্রি.)

খ. মধ্যযুগ (১৬০০ খ্রি.-১৯০০ খ্রি.)

গ. আধুনিক যুগ (১৯০০ খ্রি.-বর্তমান সময়) (সুহৃদ ১৯৮০:৩২)

ক.

প্রাচীন যুগের চাকমা সাহিত্যের কোন লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এই যুগের সাহিত্য আসলে লোকসাহিত্য। বিশ্বের অন্যান্য ভাষার লোকসাহিত্যের ন্যায় চাকমা লোক সাহিত্যও দীর্ঘদিন ধরে চারণ কবিদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালে এই যুগের সাহিত্যকে মৌখিক থেকে লিখিত রূপ দেয়া হচ্ছে। এই যুগের সাহিত্যের কোন অংশকে কোন নির্দিষ্ট কবির রচনা বলে চিহ্নিত করা সম্ভবপর নয়। চাকমা চারণ কবিদের ‘গেঙ্গুলী’ বলা হয়। এরা বেহালা বাজিয়ে পালাগান করেন। বর্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক ছোঁয়া চাকমা সমাজে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে গেঙ্গুলীদের প্রায় বিদায় নিতে হয়েছে। লোক কবিদের পালাগান বর্তমান সমাজে আর আদরণীয় নয়।

প্রাচীন যুগের চাকমা সাহিত্যের যে সকল নিদর্শন এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে, তাতে আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দ নেই। সঙ্গত কারণেই এর প্রাচীনত্ব মেনে নিতে হয়। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনতম হল ‘রাধামন ধনপুদি’ পালা। ‘এ পালার নায়ক চম্পার রাজকুমার বিজয়গিরির নির্বাচিত বীর সেনাপতি রাধামন। উৎস, চাকমারাজ্য চম্পকনগরের প্রেমঘন আরণ্যক পরিবেশ ও সেখান হতে রাধামনের সেনাপতি হয়ে চাদিগাঙ (চট্টগ্রাম) যুদ্ধযাত্রা— রাজা বিজয়গিরির সময়ের ঘটনা। চাকমারা এই নায়ককে তাদের জাতীয় বীরের প্রতীক হিসেবে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতিতে জীবন্ত করে রেখেছে। আর নায়িকা ধনপুদি, যাকে চাকমারা আদর্শ রোমান্টিক প্রেমিকা হিসেবে যুগে যুগে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আসছে। চাকমাদের

তথা রাধামনের স্বদেশ প্রেম, সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের ভেতর ধনপুদি ও রাধামনের দ্বন্দ্বমধুর প্রেমই এ ব্যালডে প্রধান করুণ সুর রূপে ঝঙ্কত হয়েছে।' (সুহৃদ ১৯৮০:৩৪)

১৯৬৬ সালে বান্দরবান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ঝরণা' পত্রিকায় শ্রীকার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা রাধামন ধনপুদি পালার কিছু অংশ প্রকাশ করেন। জুভাপ্রদ (জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর) সংগৃহীত রাধামন ধনপুদি পালার জুমকাবা, বার্গীলরা ও ঘিলাখারা অংশ মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ 'রাধামন ধনপুদি' ১ম খণ্ড নামে ১৯৮০ সালে প্রকাশ করে। এই খণ্ড সম্পাদনা করেন সুগত চাকমা ও সুসময় চাকমা। রাজ্যমাটি ইন্সটিটিউটস্ কাউন্সিল থেকে 'রাধামন ধনপুদি' ২য় খণ্ড চিরজ্যোতি চাকমার সম্পাদনায় ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়। অপরাপর খণ্ডগুলো প্রকাশিত হয়নি। রাধামন ও ধনপুদির প্রেমকাহিনী চাকমা সমাজে খুবই জনপ্রিয়। 'চাদিগাঙ্‌ছারা পালা'-কে রাধামন ধনপুদি পালার দ্বিতীয় অংশ বলা হয়। রাধামনের বিভিন্ন রাজ্যজয়, ধনপুদির উদ্দেশ্যে তার চম্পক নগরে প্রত্যাবর্তন এই পালায় বর্ণিত হয়েছে।

প্রাচীন যুগের 'লক্ষ্মীপালা' নামক পালাগানের বিষয়বস্তু পৃথিবী ও মানবসৃষ্টি। এই বিষয়ে চাকমা জাতির প্রাচীন লোকবিশ্বাস পালাটিতে বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর স্বর্ণ থেকে মর্ত্যলোকে অবতরণের কাহিনী বিষয়ক এই পালাগানও চাকমা সমাজে জনপ্রিয়। এছাড়া 'নরপুদি পালা', 'সনাধন ধনপুদি পালা' প্রভৃতি পালাও এ যুগে রচিত হয়েছিল। চাকমা সমাজে প্রচলিত ছড়া, উভাগীত, ধাঁধা, প্রবাদ বাক্য (ডাগ' কথা) প্রভৃতিও এই যুগে রচিত ও প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

খ.

চাকমা সাহিত্যের মধ্যযুগ রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও আর্থনীতিক কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'চাকমাদের আরাকান-বার্মা থেকে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে মোগল প্রভাবাধীনে আবার নতুন রাজ্য স্থাপনের পর, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে চাকমারাজ ধরম বক্স খাঁ কর্তৃক জমি আবাদের জন্য রাজ্যমাটিতে কয়েকটি বাঙ্গালী পরিবার আনয়ন, এর ফলে চাকমাদের মধ্যে জমি আবাদের আকর্ষণ, জমির প্রতি মমত্ববোধ, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃক চাকমারাজ্যের রাণী কালিন্দীর পরাজয়ে স্বাধীন চাকমা রাজ্যের পতন, বাঙ্গালীদের সাথে আরও ঐতিহাসিক যোগাযোগ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও তার ফলে চাকমাদের বাঙলা ভাষা শেখার আগ্রহ ইত্যাদি রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন ও পরিবর্তনের মধ্যেই এ যুগের সূত্রপাত ও শেষ।' (সুহৃদ ১৯৮০:৩৯)

মধ্যযুগে রচিত চাকমা সাহিত্যে বাংলা মঙ্গলকাব্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যের প্রভাব আছে। এই যুগের রচনায় আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, হিন্দি এমন কি ইংরেজি শব্দও অনুপ্রবেশ করেছে।

মধ্যযুগের চাকমা সাহিত্যে প্রথমই উল্লেখযোগ্য সাদেংগিরি উপাখ্যান বা বুদ্ধলামা। এটি চাকমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র আগরতারার 'সাদেংগিরি তারা' অংশের কাব্যরূপ। প্রাচীন চাকমা রাজা সাংধেংগিরির কাহিনী এই উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে লৌকিক ও পারত্রিক কর্মফলের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

১৭৭৭ সালে রচিত সাধক কবি শিবচরণ চাকমার 'গোজেনলামা' একটি জনপ্রিয় পালা। সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯০৯) গ্রন্থে 'গোজেনলামা' প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা বর্ষে চাকমা কবিতার প্রথম প্রকাশ এই গ্রন্থেই হয়। ১৯৭৫ সালে জুভাপ্রদ থেকে 'গোজেনলামা' স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় মূলে

সাতটি-লামা ছিল। কিন্তু একটি লামা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত 'গোজেন লামা'য় সেকালের সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ড. বেণী মাধব বড়ুয়ার মতে গোজেন লামা 'চাকমা কথ্য ভাষার ছাঁচে ঢালা। রচনার মধ্যে কোথাও কষ্ট কল্পনা নাই। নিহিত ভাবগুলি স্বভাবসিদ্ধ, দ্যোতনা চমৎকার। গীতগুলির মধ্যে প্রাণের যে ব্যাকুলতা পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সমগ্র চাকমা বৌদ্ধ জাতিরই নিভৃত হৃদয়ের বেদনা।' (বড়ুয়া ১৩৪৭:১৮৪)

উনিশ শতকে বেশ কয়েকটি বারোমাসি রচিত হয়েছে। পণ্ডিত ধর্মধন চাকমার চান্দবির বারোমাসি 'প্রেমের দ্রাক্ষারসে চর্বিত তখনকার সামন্ত প্রভুদের সামাজিক শাসন ও অন্যায়ের এক মূল্যবান দলিল।' (সুহৃদ ১৯৮০:৪৩)

এছাড়া কালেশ্বরী বারোমাসি, তান্যাবির বারোমাসি, মেয়াবীর বারোমাসি, মা-বাবার বারোমাসি, কির্বাবির বারোমাসি, রঞ্জনমালার বারোমাসি প্রভৃতি বারোমাসি এই যুগেই রচিত। এ গুলোর রচয়িতার নাম জানা যায় না।

গ.

বিশ শতকের গোড়ার দিকে চাকমা সমাজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। ১৯৩০ সালে প্রবোধ চন্দ্র চাকমার (ফিরিঙচান) 'আলসি কবিতা' নামে বিশ পৃষ্ঠার একটি কবিতার বই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের প্রথমাংশ বাংলা। কিন্তু মূল কবিতা বাংলা বর্ণে চাকমা ভাষায় লেখা। অলস পুরুষ ও মহিলার পরিণতি সম্পর্কে এই কবিতায় আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৩৬-১৯৫১ সালে রাষ্ট্রমাটির চাকমা রাজবাড়ি থেকে রাজমাতা (তৎকালে রাণী) বিনীতা রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম সাময়িকী 'গৈরিকা'। এই পত্রিকার ১১শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা (১৯৪৬ সাল) প্রকাশিত হয় চুনীলাল দেওয়ানের 'চাকমা কবিতা'। এই কবিতাটির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। 'চুনীলাল দেওয়ানই প্রথম ব্যক্তিগত আবেগ উপলব্ধিসম্পন্ন কবিতা রচনা করার প্রয়াস পান। ... মূলত তিনিই চাকমা কবিতাকে দেবস্বত্তি (পৌরাণিক), স্থূল রসিকতা ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের ভালবাসার কথা, এক কথায় সাধারণ মানুষের কথা ঘোষণা করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক অর্থে চাকমা সাহিত্যে তিনি নূতন একটি জীবন জিজ্ঞাসার প্রক্ষেপণ করেছেন।' (সুহৃদ ১৯৮৭:৭১)

পরবর্তী সংখ্যা 'গৈরিকা'য় (১৯৪৭) মুকুন্দ তালুকদারের 'পুরান কদা' নামে আর একটি চাকমা কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে তৃতীয় চাকমা কবিতা লিখেন সলিল রায়। পঞ্চাশের দশকে ভগদত্ত খীসা (ডা. বি. খীসা) চাকমা ছড়া, গান, কবিতা রচনার মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তিনি ছড়ার চাকমা প্রতিশব্দ তৈরি করেন 'মিলকথা'। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটা গানও তিনি চাকমা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

ষাটের দশকে ভগদত্ত খীসা ও সলিল রায়ের লেখা চাকমা গান চট্টগ্রাম বেতারে প্রচারিত হয়। তাঁরা চাকমা ভাষায় তখন কবিতাও লিখেন। এছাড়া সে সময় চাকমা ভাষায় কবিতা লিখেন কার্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, নোয়ারাম চাকমা, মুকুন্দ চাকমা ও বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা।

১৯৭০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রমাটি থেকে প্রকাশিত হয় ননাধন চাকমার (সুগত চাকমা) বারটি চাকমা কবিতার সংকলন 'রাঙামাতা'। এই বইটি চাকমা সাহিত্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করে। সুগত চাকমা যুগমানসের পতাকাবাহী। সমকালীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণু রূপ তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়েছে। দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা একই সময়ে চাকমা কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে 'পাদা রঙ কোচপানা' (সবুজাভ

ভালবাসা) নামে তাঁর একটি চাকমা কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। সুগত চাকমার চাকমা কবিতা সংকলন 'রং ধং' প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। আধুনিক যুগযন্ত্রণা ও বিশ্বমনস্কতা এঁদের রচনায় উপস্থিত না-থাকলেও এঁরা সমকালীন কণ্ঠস্বর।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সাল থেকে চাকমা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে সত্তরের দশকে গঠিত হয় জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর, মুড়াল্যা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী, জাগরণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ফ্রেণ্ডস্ লিটারেচার গ্রুপ, উন্মাদ শিল্পীগোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সংসদ এবং রাধামন সাহিত্য গোষ্ঠী।

চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে জুভাপ্রদ-এর ভূমিকা গৌরবজনক। ১৯৭২-৭৯ সালে এই সংগঠন থেকে তেইশটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাগুলো চাকমা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখে এবং উত্তরকালের আদর্শ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। (শর্মা ১৯৮৮:১৮৪) '১৯৭৩ জুভাপ্রদ কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্গী' সংকলনে ফেলাজেয়া চাকমার 'জুম্বী পরানী মর' শিরোনামের কবিতাটি প্রকৃত আধুনিক চাকমা কবিতার মাইলস্টোন হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।' (সুহৃদ ১৯৮৭:৭০) জুভাপ্রদ চাকমা কবিতা ও গানের বই ছাড়াও বিজু সংকলন, চাকমা-বাংলা অভিধান, চাকমা ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত বই প্রকাশ করে। মুড়াল্যা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দু'টি, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী একটি, মুড়াল্যা ও জাগরণী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে একটি, ফ্রেণ্ডস্ লিটারেচার গ্রুপ একটি, উন্মাদ শিল্পী গোষ্ঠী তিনটি সংকলন প্রকাশ করে। এ সকল সংগঠন থেকে প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে চাকমা কবিতা ও গানের সংখ্যাই বেশি। গল্প ও প্রবন্ধের সংখ্যা কম।

১৯৭৮-৮৬ সালের মধ্যে চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য বেশ কয়েকটি সংগঠন জন্ম লাভ করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চাকমা ছাত্র-ছাত্রীগণই এ ব্যাপারে উদ্যোগী। মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ, হিল্লো সাহিত্য সংসদ, রাঙ্গামাটি ইনস্টিটিউটস কাউন্সিল (পরিবর্তিত নাম জুম ইনস্টিটিউটস কাউন্সিল), ইরুক প্রকাশনী, হিল্লো লিটারেচার গ্রুপ, জুম, আরক প্রভৃতি সংগঠনের নাম উল্লেখযোগ্য। জুম ইনস্টিটিউটস কাউন্সিল থেকে এ পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। চাকমা কবিতা, নাটক ও গদ্যের বিকাশে এই সংগঠনের ভূমিকা কৃতিত্বপূর্ণ।

আশির দশকে চাকমা কবিতার সার্থক উত্তরণ ঘটে। মৃত্তিকা চাকমা, সুহৃদ চাকমা, শিশির চাকমা, রাক্ষীন চাকমা, নির্মল চাকমা, তরুণ চাকমা, বীরকুমার চাকমা প্রমুখ আধুনিক চাকমা কবিদের কবিতায় সাম্প্রতিক যুগমানস, যুগ জিজ্ঞাসা ও যুগযন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সুহৃদ চাকমার কাব্য গ্রন্থ 'বার্গী' ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে উনিশটি চাকমা কবিতা বাংলা অনুবাদ সহ সংকলিত হয়েছে। মৃত্তিকা চাকমার দুটি চাকমা কাব্যগ্রন্থ 'দিগবন সেরেতুন' (১৯৯৫) ও 'মন পরানী' (২০০২) প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই পত্রপত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। এই প্রথম একটি চাকমা কবিতা সংকলনে চাক, ত্রিপুরা ও বঙ্গভাষী কবির চাকমা কবিতা সংকলিত হলো।

এই সংকলন প্রকাশের পূর্বে আমার জানা মতে তিনটি চাকমা কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দুটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে। ১৯৮২ সালে নির্মল বসাক সম্পাদিত 'চাকমা কবিতা সংকলন'-এর ভূমিকা লিখেছেন অনুদাশংকর রায়। এই গ্রন্থে আটজন ভারতীয় এবং আটজন বাংলাদেশী চাকমা কবির কবিতা বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে ড. দুলাল চৌধুরী ও ভুরুঙ্গ চাকমা সম্পাদিত চাকমা কবিতা সংকলন 'ক'জলি' প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে বাংলাদেশ ও ভারতের ৩৬জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। ২০০৬ সালে হেমল দেওয়ান, শরৎজ্যোতি চাকমা, হিরনমিত্র চাকমা ও পল্লব চাকমা সম্পাদিত চাঙমা

শ্রেষ্ঠকবিতা 'রান্যাক্স' প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে ২৯জন চাকমা কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে।

চাকমা কবিতার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের প্রধান কবিদের কবিতাসংকলন তৈরি করা হল। ইতঃপূর্বে চাকমা কবিতার সংকলন প্রকাশিত হলেও প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন এই প্রথম।

### তথ্য নির্দেশ

নন্দলাল শর্মা	চাকমা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের জুমিকা। গিরিনির্ঝর (জুন (১৯৮৮), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
:	চাকমা পুঁথি সংগ্রহ প্রসঙ্গে। আজকের বিশ্ববাংলা, এপ্রিল ২০০৭, সিলেট।
ড. বেনীমাধব বড়ুয়া	শিবচরণের গীতপদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা।
সুহৃদ চাকমা	চাকমা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ, আলবেকনী হল বার্ষিকী ১৯৮০, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
সুহৃদ চাকমা	কবিতা ও আধুনিক চাকমা কবিতার পটভূমি। গিরিনির্ঝর (১৯৮৭), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।
হিরহিত চাকমা	বাংলাদেশের চাকমা সাহিত্য, একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন। গিরিনির্ঝর, স্বাধীনতা সংকলন ১৯৮৯, ভরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, খাগড়াছড়ি।

## রাধামনর স্ববনরকধা

দেব পূজত দ্যন মিধে  
কুবি দিলেক দ্য চিদে  
মাদি ললাক চেবাত্যায়  
স্ববন্ কেজান দেবাত্যায়  
পুবং লুধি ধনুকুচ্  
মেধরি গাঝর নাধেং কুচ ।  
ফুনিশলা মিদিঙ্যা  
চেবাক রেদোত সেদিন্যা ।  
ললাক আর কুঝি বাচ  
মনর আঝা পুরে লাক  
বেলান দুবের পোজিমত  
বেল্যা ফিরিলেক আদামত  
পিধে সিজেই পোগোনে  
দেলাক রেদোদ স্ববনে ।  
মাধা পাদি বোত্যা লন  
স্ববন্ দেল' রাধামন ।  
রেগোচ ফুলে দ্বি-আহুত  
বেরায় বুরি জুম চাবত্ ।  
চিবাং পাদা আগ চেল'  
ঘরে ঘরে ভাত খেল'  
স্ববন কধা শুনিবের ধাপ  
ভাঙি দিল' চলাবাপ ।  
খুঝির কধা নাদিন শুন  
গম অভ'-দে এ বঝর জুম ।  
ঘদত বোস্যা মন পোবোন  
বেগে দেখ্যন দোল স্ববন ।

(রাধামন ধনপুদি গীতিকার 'জুমকাবা' অংশ থেকে)



## রাধামনের স্বপ্নের কথা

দেবের পূজায় দেয় মিঠা  
পুঁটে দিলো দ্য চিতা  
মাটি নিলো চাইতে  
স্বপ্ন কেমন দেখতে  
পুবাং লটি ধনুকুচ<sup>১</sup>  
মেধরি গাছের নাথে<sup>২</sup> কুচ  
চিরনী শলা মিদিঙা  
দেখবে রাতে সে দিনে  
নিলো আরো কচি বাঁশ  
মনের আশা পুরে থাক  
সূর্য ডুবে পশ্চিমে  
ফিরবে বিকেলে গ্রামে  
পিঠা সেদ্ধ বাসনে  
দেখলো রাতে স্বপ্নে ।  
মাথা পেতে বুঝে লন  
স্বপ্নে দেখলো রাধামন  
রেগোচ<sup>৩</sup> ফুলে দু হাতে  
বেড়ায় বুড়ি জুম চাবে  
চিবাং<sup>৪</sup> পাতা আগ চাইলো  
ঘরে ঘরে ভাত খাইলো ।

স্বপ্নের কথা শোনার সাধ  
ভেঙ্গে দিলো চলাবাপ ।  
খুশির কথা নাতিন শুন  
ভালো হবে এবার জুম ।  
হৃদয়ে বসেছে মনের বাসন  
সবাই দেখেছে ভালো স্বপন ।

অনুবাদ : মৃণ্তিকা চাকমা

(১. তীর ধনুক, ২. লাটিম, ৩. পাহাড়ের জংলি ফুল, ৪. পাতার শেষ অংশ)

# গোজেন লামা

(লামা-তিন)

## শিবচরণ চাকমা

তদাত বেৰেই কাবরে  
আরাধনা গৰঙৰ আধ জুৰে ।  
দুখ্যা কূলে ন যেদুং  
সুখ্যা কূলে মুই এদুং  
আহ্‌ধে ন গোত্ৰুং জীববধ  
যুগে যুগে ন পোত্ৰুং দোজগত  
পৰম বৃক্‌ষি মর-ন' অধ',  
চিদে চজ্জা-ন খেদ';  
কধা-ন' কধ তলেদি  
লোগে-ন-গতাক কলংগী ।  
রোগে ব্যাধিয়ে ন' ধত্ত  
অজল নীজ' দাত-ন' অধ';  
পরা-ন' পেধুং ধনেদি  
উনা-ন' উধুং জনেদি;  
অবুঝ জনু-ন' ওধুং  
তিদে কধা-ন' শুন্দুং ।  
কানে-ন' শুন্দুং কুকধা  
পরে-ন' কধ' অকধা;  
পোরবো পোণ্ডিত যেই দেবে  
জন্ম ওধুং গোই সেই দেবে  
আরনি রাজার দেচ্‌ লাক-ন' পাং;  
অঘাদে অপধে যেই ন' পাং ।  
মেধক চিদে থায় ন' জান্দুং  
বেধক পরাত-ন' পোত্ৰুং ।  
গীদ' তিন লামা ফুরেলুং  
সভারে সালাম জানেলুং ।

# সাধক কবি শিবচরণের ‘গোজেন লামা’

(লামা-তিন)

গলায় জড়িয়ে কাপড়ে  
আরাধনা করছি হাতজোড়ে ।  
দুঃখী কূলে না যেতাম  
সুখের কূলে আমি আসতাম ।  
হাতে না করতাম জীববধ  
যুগে যুগে না পড়তাম নরকে ।  
পরম ব্যাধি মোর না হত  
চিন্তা ভাবনা না থাকত ।  
কথা না বলত নেপথ্যে  
লোকে না করত কলংকী ।  
রোগে শোকে না ধরত  
উঁচু-নিচু দাঁত না হত ।  
অভাব না পেতাম ধন দিয়ে  
কম না হত জন দিয়ে ।  
অবুঝ জন্মে না হতাম  
তিক্ত কথা না শুনতাম ।  
কানে না শুনতাম কুকথা  
লোকে না বলত অকথা ।  
পড়ুয়া পণ্ডিত যেই দেশে  
জন্ম নিতাম সেই দেশে ।  
পরাজিত রাজার দেশ না পেতাম  
অঘাটে অপথে না হাঁটতাম ।  
যত চিন্তা আছে না জানতাম  
বে-পাকে যাতে না পড়তাম ।  
গীতের তিন লামা শেষ করলাম  
সবাইকে সালাম জানালাম ।

অনুবাদ : নন্দলাল শর্মা

# অথ চান্দবীর স্ববনর কথা

## পণ্ডিত ধর্মধন চাকমা

প্রভাত্ত ওইয়া কল' স্ববনর কথা  
নোরামের' সঙ্গে এয়াই খেলিলাম পাঝা ।  
আরিলাম পাঝা আমি দেখিলুম স্ববনে  
সত্রদও ধরি যাই সুন্দর নোরামে ।  
সিদেরে অহরিয়া নেয়াই রাজা ধশাননে  
বন্দি করি রাগিলেন অসুককের বনে ।  
সেই রাত্রি স্ববনে দেখে ত্রিজধা রাঙ্কসী  
নু বান্দর হইতে লঙ্গা ওইল বচ্ছরাজি ।  
রামেরে দেখিল' সিদে শরিচতুর ধুলে  
সেই স্ববনে দেগিয়াছে চন্দ্রধন' ঘরে ।  
জেত্রেল মাজেত্তে চান্দবী নিদাগ' সময়  
সাতজন সঙ্গে গোরি দরবারেত্তে যায় ।  
এগ' মাঝি সাত দারি নৈকাত্তে চরিয়া  
সেই দিনে রাজাথানে বেদিলেক্ গিয়া ।  
চান্দবীর রূপ' রাজাই নিরস কিয়া চাই,  
যেমন রূপ সেমন নাঙ কহিল রাজাই ।  
রাজার নিগত্তে গিয়া প্রণাম করিল'  
মধুর' বহনে তারে কহিত্তে লাগিল' ।  
দুজ নাহি মাতা-পিতা আর' বন্দুজনে  
বিধিয়ে দিয়াছে বাবু কবালে লিখনে ।  
দুজ' নাহি ইত্র-মিত্র নাহি সভাকার  
প্রাণ' দান দেগৈ বাবু মরে এগবার ।  
আঝার মাজেত্তে চান্দবী সাদকের নাদ  
পুনবার কয়ে চান্দবী গোরি জুর আহধ ।  
আপনা পাসরে চান্দবী কামের লাগিয়া  
বহুত দিনর আগে মুরে পাবে না দেখিয়া ।  
যদুর বংশে অনুরুদ্র শ্রীকৃষ্ণের নাতি  
বানের নন্দিনী উসসৈ হৈল গরব'বদি ।  
ভিতের মন্দিরে যুদি গেলেন সুন্দর  
তেয়া গরববদি হৈল শুন নৃপবর ।  
সেই উন্দে কহিল বাবু নাহি মুর লাজ  
পন্থ উপদে ধরি করিলুম প্রকাশ ।

(চাকমা বর্ণে লেখা 'চান্দবী বারমাসী' থেকে 'স্বপ্নের কথা' অংশটি বাংলা বর্ণে রূপান্তরিত করেন মি. বীরকুমার চাকমা । 'চান্দবী বারমাস'টি সংগ্রহ করেন মি. মুন্সিকা চাকমা ।)

## চান্দবীর স্বপ্নের কথা

সকালে উঠিয়ে বলে স্বপ্নের কথা,  
নোরামের সঙ্গে আমি খেলিলাম পাশা ।  
হারিলাম পাশা আমি দেখিলাম স্বপ্নে,  
ছত্রদণ্ড ধরে যাই সুন্দর যুবক নোরামে ।  
সীতাকে হরণ করে নেয় রাজা দশানন,  
বন্দী করে রাখিলেন অশোকের বন ।  
সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখে ত্রিভুজা রাক্ষসী  
নর বানর হতে লঙ্কা হলো ভস্মরাশি ।  
রামকে দেখিল সীতা শরীর চতুর ধুলে,  
সেই স্বপ্ন দেখিয়াছে চন্দ্র ধনের ঘরে ।  
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে চান্দবীকে নিবার সময়  
সাতজন সঙ্গে করে দরবারেতে যায় ।  
একা মাঝি সাত দাড়ি নৌকোতে চড়িয়া  
সেই দিনে রাজার কাছে ভেটিলেক গিয়া ।  
চান্দবীর রূপকে দেখিয়া রাজা মূর্ছা যায়  
যেমন রূপ তেমন নাম বলেছিল রাজায় ।  
রাজার কাছেতে গিয়া প্রণাম করিল  
সুন্দর বাক্য তারে বলিতে লাগিল ।  
দোষ নাই মাতা পিতা আর বন্ধুজন  
বিধির বিধান বাবু ললাট লিখন ।  
দোষ নাই ইষ্ট-মিত্র নাই সবায়ের  
প্রাণ ভিক্ষা দাও বাবু মোরে একবার ।  
আষাঢ় মাসেতে চান্দবী করে সাধকের নাথ  
পুনর্বীর বলে চান্দবী করে জোড় হাত ।  
আপনার পাশের চান্দবী কাজের জন্য গিয়া  
বহুদিনের আগে মোরে পাবে না আর দেখিয়া ।  
যদু বংশের অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের নাতি  
বানের নন্দিনী খুশি হলো গর্ভবতী ।  
ভিতরে মন্দিরে যদি গিয়া দেখেন সুন্দর  
সেও গর্ভবতী হইল গুনে নৃপবর ।  
সেই কারণে বলিল বাবু নাই মোর লাজ  
পূর্ণ উপদেশ ধরে করিলাম প্রকাশ ।

অনুবাদ : যুক্তিকা চাকমা

## তান্যাবীর বারমাসী

তান্যাবী রান্যাত যায় গুগরি দাদি তানেল্লই ।  
পুরন কথা ইধত তুলি গুজুরি গুজুরি কানেল্লই ॥  
(আঁরে নাদিন তান্যাবী তুল্যা সাঙ্গু পাজ্যা দিলে কারলাগি)  
তান্যাবী ছরা ইঝে ইঝেয় মাঝে এক কুরুম ।  
তান্যাবীরে দোল দোল কন্দে পুনে মাধায় এক সুরুঙ ॥  
তান্যাবী মান্যা গরে কদল পুরত য়েবাত্যায় ।  
গাঙুর লগের লগে তিনাঙ ফালাঙ অভাত্যায় ॥  
তান্যাবী গাঙত যায় কুম্ম থয়োই ধূপ গোরি ।  
গাঙুর মন্ডে চোগি আঘন খাগারা দুবত চূপ গোরি ॥  
তান্যাবী বেনবুনে বেনত তলে মুমদোলা ।  
তান্যাবীরে ধোরি নিলেক কেরেত কাবা মোনতোলা ॥  
তান্যাবী অরিঙ পুঝে সে অরিঙ্গ মরিব' ।  
পুরন আদায় ফেলেই যাদে চোগো পানি পোরিব ॥  
তান্যাবী ভাত খায় ইত্তুক ইত্তুক উলুঝুল ।  
গাবুর মন্ডে পারি দেদন কুরিকুরি রেগোচ ফুল ॥

## তান্যাবীর বারোমাসি

তান্যাবী 'রান্যা'য় যায় কুমড়া লতি টানবে যে  
পুরান কথা পড়লে মনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে যে ।  
(হায়রে নাতনী তান্যাবী ঘরের সাঁকো নামিয়ে দিলে কারলাগি ।)  
তান্যাবী মাছ মারে চিংড়ি মাছে ঝুড়িময় ।  
তান্যাবীকে সুন্দরী কয় গড়ন যে তার ভাল নয় ॥  
তান্যাবী মানত করে কদলপুরে যাবে সে  
যুবক দলের সঙ্গে সেথা রঙ্গে দিন যাবে যে ॥  
তান্যাবী গাঙে যায় কলসী রাখে দপ করে ।  
যুবকেরা লুকিয়ে আছে খাগড়া বনে চুপ করে ॥  
তান্যাবী 'বেন' বুনে বেনের নিচে মুমদলা  
তান্যাবীরে ধরে নিল 'কেরেতকাবা' মোনতলা<sup>২</sup> ।  
তান্যাবী হরিণ পালে সে হরিণটি মরবে যে  
পুরানো গ্রাম ফেলে যেতে চোখের পানি ঝরবে যে ॥  
তান্যাবী ভাত খায় সাথে একটু 'উলু' ঝুল<sup>৩</sup>  
যুবকেরা পেড়ে আনে কচি কোমল 'রেগোচ'<sup>৪</sup> ফুল ।

অনুবাদ : সুগত চাকমা

(১. জুমের শেষাবস্থা, ২. একটি গ্রামের নাম, ৩. এক প্রকার বনের তরকারীর খোল, ৪. পাহাড়ী ফুল বিশেষ ।)

# আলসি মিলার কবিতা

প্রবোধ চন্দ্র চাকমা

আলসি মানষ্যর লুভ ধাব নেই, আলসির-ন' থায় ওঝ  
যন্তন ত্যাজিব' আলসি নেই, আলসির-ন' থায় পোজ ॥  
আলসির-ন থায় চেতন চেরেষ্টা, আলসির-ন থায় দয়্যা  
লালস্ কেলস্ আলসির নেই, আলসির-ন থায় মেইয়্যা ॥  
আলসি মানষ্যর জিত-ঘিন নেই, আলসির ন থায় ভাজ  
সাহস খেমতা আলসির, ন' থাই আলসির ন থায় কাজ ॥  
আলসি মানষ্যর লাজদর নেই, আলসির-ন থায় মান  
নীতি ধর্ম আলসির নেই, আলসির-ন থায় দান ॥

আলসির মানষ্যর জ্ঞান-গুণ নেই, আলসির নেই আচার  
চিন্তে ভাবনা আলসির নেই, আলসির নেই বিচার ॥  
আলসি মানষ্যর আয় বরকত নেই, আলসির-ন' থায় লাভ  
ভক্তি শ্রদ্ধা আলসির নেই, আলসির-ন' থায় ভাব ॥

আলসি মানষ্যর আশা-ভরসা নেই, আলসির-ন' থয় জয়  
উৎপন্ন-উন্নতি আলসির নেই, সদাই আলসির ক্ষয় ॥  
উৎসব উল্লাস আলসির নেই, আলসির নিরানন্দ মন  
আলসি গোরি কাম ন গোলা, কেনে অভে ধন?  
আলসি মানষ্যর কন' কামত উৎসব উল্লাস নেই  
কাম-ন' গেল্যা কাম ফল কেনে পাব' চেই ॥



## অলস মহিলার কবিতা

অলস মানুষের লোভ-লালসা নেই অলসের থাকে না ইচ্ছা  
যত্ন করা অলসের নেই অলসের থাকে না ভালবাসা ।  
অলসের নেই চেষ্টার উদ্যোগ অলসের থাকে না দয়া  
লোভ লালসা অলসের নেই অলসের থাকে না ভালোবাসা ।

অলস মানুষের উৎসাহ নেই অলসের থাকে না চাষ  
সাহস ক্ষমতা অলসের নেই অলসের থাকে না কাজ ।  
অলস মানুষের লজ্জা সরম নেই অলসের থাকে না মান  
নীতি ধর্ম অলসের নেই অলসের থাকে না দান ॥

অলস মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি নেই অলসের থাকে না আচার  
চিন্তা ভাবনা অলসের নেই অলসের থাকে না বিচার ॥  
অলস মানুষের আয়-উন্নতি নেই অলসের থাকে না লাভ  
ভক্তিশ্রদ্ধা অলসের নেই অলসের থাকে না ভাপ ॥

অলস মানুষের আশা ভরসা নেই অলসের থাকে না জয়  
আয় উন্নতি অলসের নেই সদাই অলসের থাকে ক্ষয় ।  
আনন্দ উৎসাহ অলসের নেই অলসের নিরানন্দ মন  
অলস করে কাজ করলে কেমনে হবে ধন?  
অলস মানুষের কোন কাজে আনন্দ উল্লাস নেই  
কাজ না করলে কাজে ফল কেমনে পাবে সেই ॥

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

## চাকমা কবিতা

### চুনীলাল দেওয়ান

ঘর দুওরত এইনে ডাগে  
সিভে কন্না মরে  
মুওন চিনং নাং ন জানং  
কুধু দেখ্যং তারে ।  
ডাগ শুনিনে পুরি ফেল্লং  
যেদক্কানি মর কাম  
পরানে কণ্ডে তারে চেইনে  
পুঝর গত্তুং নাং  
পুঝর গোরি চিন পরিচয়  
তাল্লোই যুদি ওই  
আওঝ গোরি ভিদিরে বঝি  
দ্বিজনে কথা কোই  
কথা কোইনেয় মনত পলে  
থেবাত্যায় কোম তারে  
জনমত্যায মিলিমিজি  
থেবং আমি সমারে ।

## চাকমা কবিতা

কুটির দুয়ারে এসে ডাকে  
সে কেগো মোরে,  
মুখ চিনিনা নাম জানি না  
কোথায় দেখিনু তারে ।  
ডাক শুনিয়ে ভুলে গেনু  
না ছিল মোর কাজ,  
সাধ হতেছে তারে ডেকে  
নাম শুধাই গো আজ ।  
পরিচয়ের পালা শেষে  
তারে ডেকে লয়ে,  
সোহাগ ভরে ভিতরে বসে  
কথা বলব দৌহে ।  
কথা কয়ে মন মজিলে  
থাকতে বলব তারে,  
আমার সাথে জনোর মত  
আমার কুটির দ্বারে ।  
অনুবাদ : রাজমাতা বিনীতা রায়

## পুরোন কথা

### মুকুন্দ তালুকদার

পুরোন কথা ইধত তুল্লে মনান কেজান গরে,  
পরানে কয়দ্যা সে ধোক্যা গোরি খেদুং জনম ভরে ।  
চিগোন কালর সে-সব খারা, সে সব সঙ্গি ভেই,  
জীবন সাগরত ডুবি যেয়ন ইক্কেনে কিচ্ছু নেই ।  
বেইল্যা অহ্লে শুধু খারা আর কথক কি  
দিবর কাল্যা নাথেং খারা মনত পরেনি?  
সে কথানি মনত তুল্যা মস্ত সুগ লাগে;  
স্যানি ভাবি ইক্কেও খদুং পরানে মাগে  
মুরো উগুরে মোন' ঘরত বাঝি উক্ক লোই  
দগিন' বোয়্যার এযের-স্যা গায় গায় রোয়স বোই ।  
ধানুন উক্কি লঙি এন্তন তদেক ধাবা পরে,  
সিত্যায় ভিলি ম' মা বাপে ফেলেই যেয়ন মরে ।  
পেখ এলে স্যা 'বাদোল' মারর বাঁঝি বাঝর উক্কি,  
সময় সময় থিয়েন্যা চর পেগে খাদন কুন্দি  
এক ঝলকা স্যা বোয়ের গেল' পরান ধরিন্যায় ।  
পুনং চানর জুন' পরত সঙ্গী সমার লোই,  
ওমন কথা করস্যা তুই একান জাগাত বোই ।  
সে কথানি ইধোত তুল্যা পরান কানি উধে  
পুরন কালর সুঘ' দিনত মনান ধাবা ছুদে  
সেক্কে দিনর সে আহ্ঝি গীদ সে সব সঙ্গী ভেই,  
কুধু গেলাক ইক্কে-দ' মত্তুন কিউ নেই ।

## পুরোনো কথা

পুরোনো কথা মনে পড়ে হৃদয় আমার কেমন করে  
ইচ্ছে হয় তেমন করে খেতাম জনম ভরে ।  
শৈশব কালের সে সব খেলা সে সব সঙ্গী ভাই  
জীবন সাগরে ডুবে গেছে এখন কিছু নাই ।  
বেলা হলে ‘গুদু খেলা’<sup>১</sup> আরো কত কি  
দিনের বেলায় ‘নাধেং খেলা’<sup>২</sup> মনে পড়ে কি?  
সে কথাগুলো মনে পড়লে মস্ত বড় সুখ লাগে  
সে ভেবে এখনো বড্ড খেলতে ইচ্ছে করে ।  
মুরারী<sup>৩</sup> উপরে মোন<sup>৪</sup> ঘরে বাঁশি একটা নিয়ে,  
দক্ষিণের হাওয়া আসছে তখন একা রয়েছ বসে ।  
ধানগুলো নুয়ে পড়ছে তোতা পাখি তাড়াতে হবে  
সে কারণে আমার মা-বাবা ফেলে গেছে মোরে ।  
পাখি আসলে ‘বাদোল’<sup>৫</sup> মারছ বাঁশি বাজাচ্ছ তখন  
সময় সময় দাঁড়িয়ে দেখছ পাখিরা খাচ্ছে কখন ।  
এক ঝলক বাতাস গেলে ধানের পাতা নাড়িয়ে  
নতুন করে বাজাচ্ছ বাঁশি আকুল ব্যাকুল করে ।  
পূর্ণিমা চাঁদের জ্যোৎস্নার আলোতে সঙ্গী সাথী নিয়ে  
হৃদয়ের কথা বলছ তুমি একটা জায়গায় বসে ।  
সে কথাগুলো মনে পড়লে হৃদয় কেঁদে উঠে  
পুরোনো কালের সুখের দিনে মনটা তাড়া ছুটে ।  
সে দিনের সে হাসি গান, সে সব সঙ্গী ভাই  
কোথায় গেলো এখনো তো আমার কেহ নাই ।

অনুবাদ : মৃন্তিকা চাকমা

(১. হাড়ু জাতীয় চাকমাদের খেলা, ২. লাটিম জাতীয় চাকমাদের খেলা, ৩. পাহাড়, ৪. পাহাড়ের শৃঙ্গ,  
৫. এক প্রকার তীর জাতীয় অস্ত্র ।)

এই জীবনত চেইয়ং তরে

সঞ্জিল রায়

এই জীবনত চেইয়ং তরে, ন পাং তুওদ' চাং  
তরে ভাবি, জীবন ভরি দুগরই গীদ গাং ।  
চেলে ন পায় কই ন পারং  
আহরেইনে তে বুঝি পারং  
ত নাং ধরি ডাগং কধক, কানি কানি থাং  
এই জীবনত চেইয়ং তরে ন পেম তুওদ' চাং ।  
সেদিন্যা বিল্যা চান উধেরস্যা আকাশ ভারী দোল,  
আদাম পার অই, ত সমারে পদত দেঘা হোল ।  
বুক ভরা তর ফুলছড়া  
মিধা আহুজি গাল ভরা  
এক ছড়া লোই পিনেই দিলে, পরান বানা পোল  
বনদেবী সেই মিলনত সাক্ষী অইনেই রোল ।  
আর এক দিন্যা গাঙ-পারত কুমওয়া ভরি থোই  
ধিজন মিলি আহুধ ধরিনেই শপথ গোরি কোই  
দিলং ভাতজরা গঙারে  
মলে মরিবং সমারে,  
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী গরি দ্বিজনে থেবংগই  
ইকিখনেস্যা গেলে কুধু পরান কাড়ি লই ।

## এই জীবনে চেয়েছি তোমায়

এই জীবনে চেয়েছি তোমায় পাইনা তবুও চাই,  
তোমায় ভাবি জীবন ভরে দুঃখেরই গান গাই।  
চাইলে পায় না, জানিনা এমন  
হারিয়ে তবেই বুঝেছি এখন,  
তব নাম ধরে ডাকি কতবার সারাবেলা কেঁদে যাই  
এই জীবনে চেয়েছি তোমায় পাব না তবুও চাই।  
সেদিনের সাঁঝে চাঁদের উদয় আসমান ঝলমল  
গ্রাম পার হয়ে তোমাতে আমাতে দুজনার দেখা হল  
বক্ষে ঝুলিছে ফুল মালিকা  
হাসি হাসি মুখ তুমি বালিকা  
একটি মালিকা গলায় পরালে জোড় বাঁধা সারা হল  
বনের দেবী সেই মিলনে সাক্ষী হয়ে রল।  
আর একদিন নদীর পাড়েতে কলসী ভরিয়া থুই  
দুজনে মিলিয়া হাতে হাত ধরি শপথ করিয়া কই।  
পূজিনু হে মা গঙ্গা তোমায়  
মরিব উভয়ে মরে যদি যাই,  
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী থাকিও দুজনেতে মিলবই  
এখন কোথায় উধাও হয়ে পরান কাড়িয়া লই।

অনুবাদ : জগদত্ত বীসা

মন কানে

চিহ্নমোহন চাকমা

এয 'এয' বাপ ভেই লক, এয জুম্ম ভেই  
আন্দার গরের দেবাবুও কালা মেঘ উধিনে ।  
দেৱী অহ্লে বেজ গোরি দেখং নয় কিচু আৰ  
অক্কে সেক্কে পেদং নয় পিঝে ফিৰি চেবার ।  
জধা ওই বেঙ্কুনে ইংসে পিঝুম ন'রাঘেই  
এক কধায় চলিবং শল্লা-শুল্লক গোরিনে ।  
আমা দেবার মোন মুরো দাঙর চিগোন গাংছরা  
মাছ কাঙারার পরা নেই গাঝে বাঝে সবপুরা  
যুগে যুগে কাদেই এসান আমার সেই বুরোবুরী  
সে বিজগর সাক্কী এল' রাজা বিজয় গিরি ।  
তা সমারে লারেই গোস্যা সেনাপতি রাধামন  
চালাক-চতুর চলাবাপ বেগে তারে কন ।  
সেক্কে এলাক গাবুর লক কুঞ্জধন কুঞ্জবী  
এক সমারে খারা খইয়ান নিলকধন নিলকবী ।  
রাধামন ধনপুদি আর' এলাক সাগর  
ভরন্দি আদামত রোইয়ান তারা এল' সুখ মনর ।  
জ্ঞাদি গুণ্তি তারা আমার ভঝ-ন' যায় সে কধানি  
পুরন ভালেতদিন আনিবং উজু গোরিয় মনানি ।

## হৃদয় ক্রন্দন করে

এসো এসো বাপ-ভাই সবাই এসো জুম্ম ভাই  
অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে কালো মেঘ উঠিয়ে ।  
দেরি যদি হয় কিছুই দেখা পাবো না আর  
সময় হবে না আর পেছনে ফিরে তাকাবার ।  
সবাই এসো হিংসা-রেষারেষি তাড়িয়ে  
এক বাক্যে চলবো শলা পরামর্শ করিয়ে ।  
মোদের দেশে পাহাড় পর্বত ছোট বড় নদী-নালা  
মাছ কাঁকড়ার অভাব নেই গাছে-বাঁশে ভরপুর ।  
যুগে যুগে অতিক্রম করে এসেছে মোদের পূর্বপুরুষ  
সেই ইতিহাসের সাক্ষী ছিল রাজা বিজয়গিরি ।  
তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সেনাপতি রাধামন  
চতুর বুদ্ধিমান চলাবাপ সবাই তারে কয় ।  
তখন ছিল যুবক-যুবতী কুঞ্জধন-কুঞ্জবী  
এক সাথে খেলছে তারা নিলকধন নিলকবী ।  
রাধামন ধনপুদি আরো ছিল অনেকে  
পাড়া-গ্রামে ছিল তারা ছিল মনের সুখে ।  
পূর্ব পুরুষ ছিল তারা লুপ্ত হয়নি সে কথা  
সেদিনের সুখের দিন ফিরে আনবো মন করো সোজা ।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা



# চাকমা লিমেरिक

## ভগদত্ত খীসা

১

রামসিং কারবারী ভূগে জরে জারে  
আহুধ ঠেঙানি চিগন চিগন পদত পিলেই বারে ।  
গুরু ঠাকুর মন্দর দিল কই  
তলে মাদা উভোদ পুন্দোরি ওই  
সাধন ভজন গরস যদি তর এই পীরা সারে ।

২

তনুরাম চাকমা দেচতার বাংলা  
নাক তার চেবেদা কি জালা কি জালা  
পহুর অহ্লে কদরাত সের দুই ঘি ভরি  
পুরানাক মলিমলি টানমায়ে ছ কুরি  
নাক অহ্লে চুচ্যাং কি ভালা কি ভালা ।

৩

কেনারাম দেবান  
চক্কর বক্কর সিলুমউয়া বাঘ সান  
তুবি টানে দিনভর চোখ তার উবরে  
দুখ কাম নেই কিচ্ছু দিনভর কি গরে  
রেত অহ্লে ডাগি কয় 'ও নাদিন ভাত আন' ।

৪

কারবারী কালাচান  
ভুই জুম ফেবেরা ভাঙা তার ইজরান ।  
দিন যায় নালিজত  
কাম থায় সালিজত  
নিজ কাম গরিবার আঘে কুধু সময়ান ।

## চাকমা লিমেरिक

১

রাম শিং কারবারী নিত্য ভোগে জ্বরে  
হাত পাগুলো ছোট ছোট পেটে গ্লীহা বাড়ে ।  
গুরু ঠাকুর মন্ত্র দিল বলে  
নিচে মাথা উর্ধ্বে দু'পা তুলে  
সাধনে ভজন করিস যদি তবে ব্যাধি সারে ।

২

তনুরাম চাকমা দেশ তার বাংলা  
নাক তার চ্যান্টা কী জ্বালা কী জ্বালা ।  
ভোর হলে বাটিতে সে সের দুই ঘি ভরি  
পুরো নাক মলে মলে টান মারছে ছ কুড়ি  
নাক হলে উঁচু বেশ ক্যা ভাল ক্যা ভাল ।

৩

কেনারাম দেওয়ান  
চক্রে বিচিত্র বাঘ হেন জামা খান ।  
টানে পাইপ দিনভর চোখ তার উপরে  
চাষ বাস নাই কিছু সারাদিন কি করে?  
রাত হলে ডেকে কয় 'ওরে নাতিন ভাত আন' ।

৪

মাতব্বর কালা চান  
আগাছায় জমিভরা ভাঙা তার ঘরখান ।  
দিন যায় নালিশে  
কাজ থাকে সালিশে  
নিজ কাজ করবার সময় কি অফুরান?

অনুবাদ : ভগদত্ত খীসা

## জুম্ম চেলারে বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

মুই যেক্কে চেইয়ং তরে দেঘা দ না পাঙ,  
তুই যেক্কে চেইয়স মরে মুওন ফিরেই থাঙ ।  
চুবে চুবে এইনে তুই একদিন কাই এলে  
জুম্মউনর বাজিবের কথা সেক্কে তুই কোই গেলে ।  
জনমত দ্বিজনে দেঘাদেঘি কনদিন ন অলং  
জুম্মউনর বাজিবের লাড়েইয়ে এভে আমি এক অলং ।  
কন জুম্মতুন মুই তরে তগাঙর কোই দ ন পারং  
কন কালে তুই মরে তোগেইয়স নেনা সিয়েনও কোই ন' পারং ।  
এস্যা মুই নিজে নিজে রিনিলুং ম মনান  
জুম্মার অধীকার লাড়েইয়ে দুঘ অধস্যা বঝমান  
সেই দুঘ দুঘ নয়, বাজিবের সুখ, সেই সুখ স্বর্গর  
এস্যা তে-ই মিলিমিঝি এক অল' মরমন, মনতর ।

## জুমিয়া নেতাকে

তোমায় যখন চেয়েছি আমি দেখা পাইনি তোমার  
আমায় যখন চেয়েছ তুমি মুখ ফিরাইছি বারবার ।  
চুপি চুপি আমার কাছে হাজির হয়েছ তুমি  
জুম্মদের বাঁচার লড়াইয়ের কথা বলে গেলে তুমি ।  
তোমার আমার যদিও দেখা হয়নি কোনদিন  
জুম্মদের বাঁচার লড়াইয়ে মোরা অন্তর্লীন ।  
কোন জনম হতে তোমার সন্ধানে রত-তা-ত জানিনা  
কোনদিন মোরে খুঁজেছ কিনা তাও যে জানিনা ।  
আজি আমার মনকে যখন করলাম পরখ  
জুম্মদের অধিকার লড়াইয়ে যতই দুঃখ হোক  
সেই দুঃখ দুঃখ নহে, বাঁচিবার সুখ, সেই সুখ স্বর্গের  
জুম্মদের অধিকার লড়াইয়ে মিশে এক হল হৃদয় আমাদের ।

অনুবাদ : বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

# জুম্ববী পরানী মর

## ফেলাজেয়া চাকমা

সাগরর পানি তর চোগভর

এভ যে এধক আঘে

ন-অদ' জানং মুই;

ন-অদ' জানং মুই কমলে হারেলে তুই

বদা চোগী, নুদী চোগ, নুদী হাজি হুজী নুদী নুদী রিনি চানাগান

জুম্ববী কধেই চাং এধক কেঙেরী হলে

পোজাগে আ-ধগে-ধাগে, কধা কধে বাঙাল মিলা সান?

আ-মর পরানর চম্পক নাগরী!

কধেই চাং কমলে কেঙেরী কুধু

তরমর এধকদিন হোইয়ে হারা হারি?

মোন মুরা ছড়াছরি, কদকিত্যা ঘুরিফিরি, চিঙ্কুরে পা আবাবা গোরি

ভালোকদিন পরে তুই ম ইধু এলে;

কধেই চাং, জুম্ববী পরানী মর, এধকদিন কুধু কুধু এলে

ভালোকদিন পরে তুই ম ইধু এলে ।

আঘেনি ইধোত তর, তর মর সুদীনর

পুরনি নানা কধা নানাগীদ নানা রঙ ধঙ?

অলেস্যা দূবের বেল, বেল পুঘে দগন্তন

গায় গায় তুই এযর সাজুনার লাঙেলর জুম' পথ ধরি ।

অলেস্যা কয়ং তরে কি আনর ম' পরানী, কালোঙং গোরি?

সেকখেস্যা মরর লাজে, আঘচ্ তুই মাধা নিগুরী ।

আঘেনি ইধোত তর মোন' ঘর' জুন' পহর

বাঝি লই সিঙ্গা লই ধুধুগর-র'

আঘেনি ইধোত তর খুজী খুজী কানানি খেংগরঙ্গর-র?

আঘেনি ইধোত তর মোন মাধাত ধুমইদু কবরক জুম?

কাত্যায় বাচ্চো খেই সান্ধু কিত্যা চেই চেই

এলনি সেক্কে তর দিচোগত ঘুম?

নেই নেই নেই

নেই এচ্যা রাধামন, সেনতায় নেই ধনপুদী,

বানা আঘি তুই মুই এধকদিন সং ।

কি অভ ভাবিন্যায়, আর সেই সুখ, সেই রঙ ধঙ ।

সেনতায় কং তরে ন' কানিচ তান্যাবি গাবুরী ধক

ন-আহ্জিচ চান্দবীর দুগ' আহ্জিয়ান;

চুলান গুজা ফুল ধরমর' গোরি পিন পরানর

আহ্ওজর ঝিগাফুল' ছাবুগীর নুয়া পিনোনান;

আহ্জি আহ্জি দোলে দোলে বান তুই রাজা হাদিয়ান ।

সেনতায় কং তরে তুই অহবে ধনপুদি মর ।  
ওম মুই তর রাধামন;  
তারপরে রেতুয়া গেলে পহর অহলে দেভে তুই  
বেল উদেহ, জুমজঘা সুধ'ফুল, আহজং আহজং  
মনে অভ' ফিরি এচো আহরাজিয়া তরমর  
পুরনি সুদিনর, নানা কথা, নানা সুখ নানা রঙ ধঙ ।

## জুম্বী প্রিয়া মোর

সাগরের এত জল দুটি চোখে  
এখনও যে এত আছে  
হায় আমি তা জানি না;  
কবে তুমি সুনয়না, হারিয়েছ প্রিয়ে আঁখি, মায়া চোখে  
শ্যামল কোমল চাহনী?  
জুম্বী, বল প্রিয়া, সাজে লাজে কেন আজ কাঙালিনী বেশে?  
আহা মোর চম্পা প্রিয়া, কতকাল পরে দেখা হলো দুজনের!  
কত পথ, কত নদী, কত গিরি, কত অরণ্য পেরিয়ে-  
আবার এসেছ হায় এতদিন পরে ।  
মনে পড়ে?  
দুজনার সুদিনের কত হাসি কত গান ছিলো?  
ছিলো কত ভালবাসা  
হয়তো একদিন অস্তাচলে গেছে রবি, চারিদিকে ঝাঁঝি ডাক-  
তুমি একা নেমে এলে জুম পথ বেয়ে;  
হয়তো দুজনার হয়েছিলো দেখা-  
বলেছিনু; কি আছে ঝড়িতে তোমার প্রিয়া  
তুমি হলে নত আঁখি লজ্জা রাঙা, সেদিন সূর্যাস্তে একাকী  
একান্তে আমার মুখোমুখি ।  
নেই নেই নেই, নেই আজি রাধামন, তাই নেই ধনপুদি  
শুধু আছে দুটি প্রাণ কোন ক্রমে বেঁচে,  
কি হবে ভেবে আর সেই দিন, সেই সুখ, সোনার হরিণ?  
তাই বলি প্রিয়া, মুছে ফেলো আঁখিজল, বিষাদের হাসিটুকু  
চলে আজ গুঁজো ফুল, পরো আজ নতুন পিনোন  
বুকে বাঁধো রাঙা খাদি-  
আমি আজ হই তবে রাধামন, তুমি হবে ধনপুদি  
তারপরে রাত গেলে, ভোর হলে পূর্বাকাশে দেখা দেবে নতুন সূর্যোদয়,  
রাশিরাশি তুলা ফুলে শিশিরে শিশিরে  
ভরে যাবে জুমের অতল,  
মনে হবে ফিরে এলো ঐ বুঝি আমাদের সুখের সময় ।

অনুবাদ : সুগত চাকমা

ম' মরনা পর

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান চাকমা

ম' মরানা পর শিধান' জানালা খুয়েই দিচ  
পিবির পিবির আহুবা এদ' চেলে এবার দিচ  
বুইয়ার ঝলগত পাদা ঝোরি যদি  
সোমেবার চায় ভিদিরে শুদি  
সোমেবার দিচ্ সোমেই যোক ।  
ফুল বাগানত ঝড় যদি উদে উদি যোক  
কালো অহ্লে বেক পহ্র ন' ফুদে নয়ো ফুদোক ।  
মেঘে মেঘে যদি দেবা ধাগি যায়  
শুরুং শুরুং র-নিগিলায়  
শুগুনা বুগর তিরঝ দুয়ার  
আহুবাংপাং খুয়েই যেবার  
পথ গোরি দিচ্ খুয়েইয়া থোক  
মনান যদি চিগুত গরে চিগুত গরোক  
ভাঙি পোরিনে কানানি এলে  
ধারা দিয়ালী ঝোরিনে পলে  
চোগ পানিনি লামিদ চেলে  
ঝর ফুদো ধক লামিবার দিচ । লামি যোক  
চিদর যদি পুরানা সময় চিত পুরোক ।

## আমার মৃত্যুর পরে

আমার মৃত্যুর পর শিথানের জানালা খুলে দিও  
ফিরফিরিয়ে হাওয়া এলে, আসতে দিও ।  
বাতাসের বেগে পাতা ঝরে যদি  
প্রবেশের পথ খুঁজে খুঁজে মরে  
আসতে দিও, আসুক  
ফুল বাগানে ঝড় যদি উঠে উঠতে দিও,  
কালো হলে আর আলো ফুটিবে না,  
নাইবা ফুটুক ।  
মেঘে মেঘে যদি আকাশ ঢেকে যায়  
আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমকায়  
তৃষিত বৃকের তৃষ্ণার দ্বার খুলেই দিও, খুলেই যাক ।  
ঝঙ্কার বেগে ছুটে যাক হাওয়া  
ধুয়ে মুছে দিক হৃদয়ের চাওয়া  
কাঁদে যদি প্রাণ আপনার লাগি  
কাঁদতে দিও, সে কাঁদুক ।  
ভাঙ্গে যদি মন হারানোর শোকে  
নামে যদি জল দুঃখী আঁখি হতে  
নামতে দিও, সে নামুক  
মনে যদি পড়ে হারানোর স্মৃতি  
কাঁদতে দিও, সে কাঁদুক ।

অনুবাদ : সুগত চাকমা

চম্পা ফিরি এব’

সুপ্রিয় তালুকদার

চম্পা রেজ্যত চম্পারে আহ্‌রেইয়াং  
তা’ নাঙ ধরি দিনরেত তোগেইয়াং ।  
ন পেলুং তারে ফিরি  
এলুং এদেঝত তারে মনত গোরি  
সে দিনুন ইধত তুলি  
তারে না পারং তুলি ।  
ভরন পুন্নিমা রেদোত  
সাপ্রেই গাঙ কুলত  
বা ক-ন সময় ইরাবতী গাঙ পারত  
তারে তুলি ম’-করত  
রাঙা তিপ আগি দ্যং কবালত ।  
বেরেইয়েই দ্বি-জনে কধক কালাদন গাঙ কুলে কুলে  
সে পুরান কধা মরে আকুল গোরি তুলে ।  
চিয়াংমাই, শান, ম্রোহং নগর,  
আলিকদম, চাটিগাং, রাংগুনিয়া  
চম্পার পহ্‌রে ওই আঘে পহ্‌র ।  
শতাব্দীর পর চম্পারে স্ববনে দেগঙর  
কানে কানে কর  
মুই এম ফিরি মুরামুরি চিরি  
কোন এক পুন্নিমা রেদোত  
লুঙিমবি এ জুমত  
সে দিনুয়া আর দেবী নেই  
আঘং রিনি চেই ।



## চম্পা ফিরে আসবে

চম্পা রাজ্যে চম্পারে হারিয়েছি  
তার নাম ধরে দিনরাত খুঁজেছি ।  
না পেলাম তারে ফিরে  
এলাম এদেশে তারে মনে করে ।  
সেই দিনগুলো স্মরণ করে  
না পারি ভুলিতে তারে ।  
ভরা পূর্ণিমা রাতে  
সাথ্রেই নদীর তীরেতে  
বা কোন সময় ইরাবতী নদীর কূলেতে  
তারে ভুলি মোর কোলে  
রাঙা টিপ ঐঁকে দিই কপালে  
ভ্রমেছি কত দুজনে কালাদন নদীর কূলে কূলে  
সেই পুরান কথা মোরে আকুল করে তুলে  
চিয়াংমাই, শান, ব্রোহাং নগর,  
আলিকদম, চাটিগাং, রান্ধুনীয়া  
চম্পার আলোকে হয়ে আলোকিত ।  
শতাব্দীর পরে চম্পারে দেখি স্বপ্নে  
বলছে কানে কানে  
আমি আসব ফিরে পাহাড়-পর্বত চিরে  
কোন এক পূর্ণিমা রাতে  
এসে পড়ব এ জুমেতে  
সেই দিনের আর দেরি নেই  
চেয়ে আছি প্রতীক্ষায় ।

অনুবাদ : রণজিৎ কুমার দেওয়ান

## আঘেনি ইধত তর

### ননাধন চাকমা

আঘেনি ইধত তর ফাগুনর সে রেরদোত  
আগাজত চান আঝি, এ মাদিত জুন পহর;  
হুয়া হুয়া ঝরে যেন চেরো কেইত,  
তুই আঘচ্ পোরিনে দ্বিবা চোক খাদিনে  
ম' ধাগত; মুই তর চুলানত ঝারা হং।  
কেইয়া তর উম উম হয়দ' বা যিয়চ ঘুম  
হয়দ বা ন' যাচ ঘুম, ইধত নেই এ দিনত।  
যেধক খন ন যাচ ঘুম, সারা রেইত  
নাগর ভাচ মাজ্চ্ যেন ইধত নেই।  
আগাজর জুন পহর ত মুয়ত পোরিনে  
মেইয়ায় ভোরে তুলিল ত মুয়ান,  
সে মুয়ান ম মনত জনমান ভাঝিব  
কোনো দিন ভুলদুং নয়।  
ত মুয়ান চেই চেই সারা রেইত ফুরেল  
সারা রেইত চেরো কেইত বিঝু পেইক  
জুন পহরে গীত গেল  
জীংকানির সে রেরদোত আহরে গেল ইকুয়া দিন।

## তোমার হৃদয়ে গেঁথে আছে তো

তোমার হৃদয়ে গেঁথে আছেতো ফাগুনের সেই রাত  
আকাশের চাঁদের হাসি এ মাটির জ্যোৎস্না আলো;  
কুয়াশা কুয়াশা ঝরে যেন চারিদিকে,  
তুমি শুইয়ে আছো দুটো চোখ অন্ধ করে  
আমার পাশে; আমি তোমার চুলে বেণী কাটবো  
শরীর তোমার উষ্ণ উষ্ণ হয়তো বা গিয়েছ ঘুম  
হয়তো বা যাওনি ঘুম, মনে নেই এদিনে  
যতক্ষণ যাওনি ঘুম সারা রাত  
কত কথা বলেছ যেন মনে নেই।  
আকাশের জ্যোৎস্না আলো তোমার মুখে পড়ে  
ভালোবাসায় ভরে উঠলো তোমার মুখখানি;  
সে মুখখানি আমার হৃদয়ে আজন্ম গেঁথে থাকবে  
কোনদিন ভুলে যাবো না  
তোমার মুখখানি তাকিয়ে সারা রাত ফুরিয়ে গেলো  
সারারাত্রি চারিদিকে বিবু পাখি  
জ্যোৎস্নার আলোতে গান গাইলো  
জীবনের সেই রাত্রে হারিয়ে গেলো একটা দিন।

অনুবাদ : মৃণ্তিকা চাকমা

মন

রমণী মোহন চাকমা

ত নাঙাননে-মন?

গুর' লক্কেন এক ধক এলে-

গুর' লগ সমারে মরে নেযে দে-

গাঙচরত মানষ্য উধোনত

অহুমা মাদত, দবধা পদত

ধূল্যালোই খারা খদং ভালক্কন ।

গুর কাল্য যেক্কে ফেলেই এলুং

খারকুজ্যা সেক্কে অহলুং

গুর-রে দেগিলে ধূল্যালোই খারা খধে

মন! সেক্কেনে ঘিনেদে

মরে তেহ কধে 'ছি! কাজরলোই খারা ন' খধে'

গেল' ধেই খারকুজ্যা

ম' মনান ইক্কে ভেকবেক্যা

এক্কান রাঙাপাদা দেলে

ভেভেক ভেভেক আজি এযে

ও মনান! ইয়েন নে গাবুর কালান?

## মন

তোমার নাম বুঝি মন?  
ছোট্ট বেলায় এক রকম ছিলে-  
ছোট্ট ছেলেদের সাথে আমায় নিয়ে যেতে  
বালুচরে পরের ঘরের উঠানে  
বড় রাস্তায় চৌরাস্তায়  
ধুলোবালি দিয়ে খেলিতাম অনেক্ষণ ।  
শৈশবকাল যখন পেরিয়ে এলাম  
কৈশোরে তখন পা দিলাম  
ছোট্ট ছেলেদের বালি দিয়ে খেলতে দেখলে  
সেটা তুমি ঘৃণা করতে ।  
'ছি! ছি! খেলোনা' বলে আমায় নিয়ে যেতে ।  
পেরিয়ে গেলো কৈশোরকাল  
মনের এখন নবমকাল  
একখানা লালপাতা দেখলে  
ঝরঝরে হাসি ঝরে  
ও মন! এই বুঝি যৌবনকাল?

অনুবাদ : রমণী মোহন চাকমা

বর

পরমানন্দ বিকাশ দেওয়ান

জনম দ' নিলুঙ এই পিভিমিত পহরানত  
কি দেঘিম কি গোরিম বোইনে ভাবঙ ঘরানত ।  
রিনি চেলে ন-দ' দেঘঙ কিছু মুই ম' কুরে ।  
চেবাত্যাই থিয়েলে-মালে দিবে চোগ ন' খুলে  
গোরিবেত্যাই চাঙ যদি কন' কাম  
দ্বিবে চোগ কান ওইনে-ন' পাঙ মুই কন' দাম ।  
কনপাপে জনম অলুঙ দ্বিবে চোগ কান ওই নেয়  
ন-দ' পারঙ গোরি কিছু পিভিমিরে চিনি নেয় ।  
ওই পিভিমি তরে মুই দোলে-চিনঙ খুব  
কান গোরি জোরমেনে বেঙ্কানি-দ' অল বুব ।  
কোচ পেবার চেলুঙ মুই বেগর নাধা মানুষ্যন  
ধাবেই দিবের চেলঙ মুই ত' বুগ' দারিত্তন ।  
নিত্য জিউনে মাবিসুরি চান্দে বেগ্ খেবাত্যাই  
চান্দে জিউনে কারাকারি নিত্য গমানি পেবাত্যাই ।  
এই দারিত্তন ধাবেই দিবের মুই-দ' চেলুঙ ত' বুগত্তন  
ন-দ' পালুঙ গোরি কিছু পহর নেই কিনেই চোগোত্তন ।  
ওই পিভিমি ভারি দোলে চিনঙ তরে মুই,  
নানা রঙর বাহার লোইনে আঝি আঝি আঘস্ তুই ।  
চান্দে ভিলে রেদে দিনে নিত্য গরে পহর,  
নানা বাবদর তুমবাজ ফুলে দোল কেইয়া তর ।  
দোল কেইয়া লোইনে তুই বেঙ্কন গরজ আদর,  
ঘর' কুনত খোনেই মরে কিত্যাই আত্যা কানর ।  
চাক্সে মুইও কোচ পেবার বেঘর দুঘে বেঘর  
তুও কিত্যাই অন্তর দিনেই ন'-দ' চেলে তুই মরে ।  
পিভিমি করত জনম লোইনে ন'-দ' পেলুঙ কোচপানা  
অন্তর ভোরি কোচ পেয়ঙ, ন' অল' কিওর ভুগদানা ।  
কোচ পেবাত্যাই চেলে মুই রেঘে ঘিনান মরে  
কোচ পানা বানা মুওন্দি কোচ ন পান ভিদিরে ।  
এই দুক্কনি লোইনে মুই যেক্কে যেম মরি  
ন'-দ' পারঙ কোই কিছু খেবা-ন' খেবা মরে ধোরি ।  
ভাগ্য দুজে বেঘর দুক্কনি অলদে মর  
পরকালে বেঘর আঝানি পুরই পারা দিবে বর ।

## আশীর্বাদ

জন্ম নিলাম এই পৃথিবীর আলোতে  
কী দেখবো কী করবো বসে ভাবি বাড়িতে ।  
তাকিয়ে দেখলে দেখিনাতো কিছু আমার পাশে,  
তাকাবার জন্য দাঁড়ালে আমার দুটো চোখ না খুলে ।  
করতে যদি চাই কিছু কাজ  
দুটো চোখ অন্ধ হয়ে পায় নাতো কোনো দাম ।  
কোন পাপে জন্ম নিলাম দুটো চোখ অন্ধ হয়ে  
কিছুইতো করতে পারছি না পৃথিবীকে চিনিয়ে ।  
ঐ পৃথিবী চিনি আমি তোকে খুব ভালো ভাবে,  
অন্ধ হয়ে জন্মিয়ে সবগুলো হয়ে গেলো বধিরে ।  
ভালোবাসতে চাইলাম আমি কান্দাল মানুষকে,  
তাড়িয়ে দিতে চাইলাম আমি তোর বৃকের সর্বগ্রাসীকে ।  
নিত্য যারা ঝুঁজে দেখে সব খেয়ে ফেলতে,  
তারা দেখে আগে ভাগে ভালোগুলো পাইতে ।  
ঐ সর্বগ্রাসীরা তাড়িয়ে দিতে চাইলাম তোর বৃক থেকে  
নাতো পারলাম কিছু করে আমার চোখে আলো নাই বলে ।  
ঐ পৃথিবী খুব ভালোভাবে চিনি আমি  
নানা রঙের বাহার নিয়ে হেসে হেসে আছ তুমি ।  
দেখছে তারা দিবা-রাত্রি নিত্য দিচ্ছ আলো,  
নানা রঙের সুগন্ধি ফুলের সুন্দর শরীর ভালো ।  
সুন্দর শরীর নিয়ে তুমি সবাইকে আদর করছ  
ঘরের কোণে রেখে মোরে কেন তুমি কাঁদছ ।  
আমি চাই ভালোবাসতে সকলের দুঃখে সবাইকে  
তবুও কেন হৃদয় দিয়ে চাইলেনা মোরে ।  
পৃথিবীর বৃকে জন্ম নিয়ে পাইলাম না ভালোবাসতে  
অস্তর ভরে ভালোবাসা হলো নাতো কেউ কারো ভূগদানী ।  
ভালোবাসতে চাইলে আমি সবাই তুচ্ছ করে মোরে  
ভালোবাসা শুধু মুখের দিকে ভালোবাসে না কেউ ভিতরে ।  
এই দুঃখ নিয়ে যখন আমি যাবো মরে,  
পারছি নাতো কিছু থাকবে না থাকবে আমায় ধরে ।  
ভাগ্যের দোষে দুঃখগুলো হয়ে গেলো সব  
পরকালে সকলের আশা পূরণ করে দিয়ে আশীর্বাদ ।

অনুবাদ : যুক্তিকা চাকমা

মর আওঝ অয়

শ্যামল তালুকদার

মর আওঝ অয়, দাঙ দাঙা খরানত  
মেঘ ওই পিতিমিজগা বারিজে লামাং  
আগাঝ পাৰা বর উক্ক বটগাঝ ওই  
ছাৰা-দি জুৰেই দোং তোমার হ-নিযেস্যা তিরোঝ বুগ-  
মর আওঝ অয়, যে ফুল্লো ফুদং-ফুদং গোরি  
ফুদি ন'-পারের, জুন' পহ্ৰ' কিৰব্যায়  
তা-পাওরানি একান একান গোরি মেলি দোঙ,  
ফুল্লো পিতিমিজগা তুম্বাজ সিদোক  
ভঙরা ডাগোক,  
পুওরোর সোজ পদ্মফুল' ধগগোরি নাজোক  
ফুদানার খুজীর ঝলগত-  
মর আওঝ অয়, আগাঝ আর' সাগরর  
মুধ-মুধ সোজ রঙে তমা মনানি রঙচঙা গোরি দোঙ,  
তমা মনানি এক একান আগাঝ  
এক একান সাগর বানেই নে  
তমা জীংকানীর নুও জনমর দুওর আভাংফাং গোরি দোঙ,  
মর মনানর আর আওঝ অয়,  
পিতিমির অনাবাদী ভূয়েনিত আহ্ল দোঙ  
পিতিমিয়েনরে বর একান ফুল বাগান বানাঙ,  
মানেয়ুনরে বানাঙ গধে গধে তুম্বাজ ফুল,  
আওঝ অয়, মর মন্মঙ্কুক সের নেইয়্যা  
গুচ্ছেইয়্যা দোল একান মানেই স্বৰ্গ সিরিঙি গরঙ ।  
তে কোচপানার গীদ গেই গেই  
তারার সাঙু বেই আধানার সুগনিনে,  
মুজুঙর তানঝাঙর-র' শুনি শুনি  
হারকুজ্যা পোত্পোত্যা জুন' পহ্ৰ' বেদো ধগ  
আঝার বঝরর দিঘোল জীংকানি কাদেবার  
আওঝ অয়-মর আওঝ অয়...



## আমার ইচ্ছা হয়

আমার ইচ্ছা হয়, প্রচণ্ড খরায় আমি বিশ্বময়  
জল হয়ে নামি, আমার শরীর থেকে আমি,  
আকাশ প্রমাণ বিশাল বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিয়ে  
জুড়িয়ে দিই তোমাদের তৃষ্ণার্ত উদ্যম বুক-  
আমার ইচ্ছা হয়, যে ফুল ফুটি ফুটি করে  
বিকশিত হতে পারছে না, কৌমুদী সোহাগে  
পাঁপড়িগুলো একটি একটি করে মেলে দিই,  
তার সৌরভে বিশ্ব আমোদিত হোক  
ভোমরা আমন্ত্রিত হোক  
সরোবর নীলোৎপলের মতো হিল্লোলিত হোক  
আত্মোৎসর্গের উদ্বোধনের উল্লাসে-  
আমার ইচ্ছা হয়, আকাশ আর সাগরের  
মুঠি মুঠি নীল আবিরে তোমাদের মনে আলপনা ঐকে দিই।  
আকাশের উদারতা দিয়ে  
সাগরের বিশালতা দিয়ে  
তোমাদের জীবনের নব জন্মের দ্বার উন্মোচন করে দিই।  
আমার মনের আরো ইচ্ছা হয়  
পৃথিবীর অনাবাদী জমিগুলোতে কর্ষণ দিই  
পৃথিবীটাকে রূপ দিই বিশাল এক ফুল বাগিচায়,  
প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টি করি এক একটা সুরভিময় প্রসূনে,  
ইচ্ছা হয়, আমার ইচ্ছা মাফিক সাজানো গোছানো  
নিখুঁত সুন্দর একটি মানব-স্বর্গ পয়দা করি-  
তারপর কণ্ঠে আত্মোৎকর্ষের গান নিয়ে,  
পৃথিবীর ছায়াপথ ধরে হাঁটার মতো আনন্দ নিয়ে,  
সমুখের নির্ঝরিতার কলকল ধ্বনির কাছে  
নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মতো সুখ নিয়ে  
কিশোরী জ্যোৎস্নার সোহাগ ভরা রাত্রির মতো  
সহস্র বৎসরের সুদীর্ঘ জীবন কাটাবার  
ইচ্ছা হয়, আমার ইচ্ছা হয়...

অনুবাদ : শ্যামল ভালুকদার

## ‘কবিতা’ কমলে এবে?

শ্রেয়লাল চাকমা

কবিতা লিগিবেৰ চাঙ ন’ পারঙ লিগি  
ইধোত উধে নানা কথা মাখাত এষে নানা চিদে  
কনকান ন’ পারঙ সাজেই বেক অয় উগুধো ॥  
ম’ পরানর ভাষা আঘে পেঘোসান  
হাঝা ভিদিরে বান্যা;  
কবিতার মুক্ত আগাজত মনে মনঝঙ্কা ন’ পারঙ উড়ি,  
মন খুলি ন’ পারঙ কথা কোই  
সিত্যাই আমেঙ্কন ম’ বুক আঙের তুজ’ আঙন সান  
মন’ রিবেঙর লো’ ভাত পিলেসান উধুরয় ॥  
কি ওইয়ে? এধক ক্যা জরা-ন’ বদের তেম্মাঙত  
কনবার? এযঙ এযঙ গরজ ন’ এযজ  
বুক ধিবেধিপ্যা গোরি কয়দিন থেম বুব’ সান ।  
কধক এগামনে ভাবি আঘঙ  
তরে পেম ম’ ধাগত  
ত’ বলে ম’ রাঙা স্বন কথা, ম মন রিবেঙর কথা ভাঙি কোই  
পিণ্ডিমির বুগত বেক ইজেবী মানেউন্দই চিন পজ্যান ওম  
সভ্যতার ভেলোত পোরি  
মন সুগে জিঙকানী কাদেম ।

## কবিতা কবে আসবে

কবিতা লিখতে চাই, কিন্তু পারি না লিখতে  
মনে পড়ে নানা কথা মাথায় আছে বিচিত্র চিন্তা  
কিছু একটা পারি না সাজাতে হয়ে যায় সব উল্টা ॥  
আমার হৃদয়ের ভাষা আছে বন্দী পাখির মতো  
খাঁচার ভিতর  
কবিতার মুক্ত আকাশে প্রাণ খুলে উড়তে পারি না  
মুখ খুলে পারি না কথা বলতে  
তাই প্রতিটি মুহূর্তে আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে তুম্বের আগুনের মতো ।  
হৃদপিণ্ডের ভিতর উনুনের মধ্যে হয়ে যায় ভাতের পাতিল ॥  
কবিতা তুমি কবে আসবে? আমার সাথী হয়ে  
পূরণ করবো মনের ইচ্ছা আমার হৃদয়ের কথা বলে,  
আর তোমার আকাশে ডানা মেলে উড়তে ॥  
কী হয়েছে? এত কেন জোড়া তালি দিয়েও হচ্ছে না  
কেন? আসছি আসছি করে আসছো না  
এক বুক ব্যথা নিয়ে আর কত সহ্য করবো ।  
কতো আনমনে ভেবে আছি  
তোমাকে পাবো বলে আমার পাশে  
তোমার শক্তিতে আমার লাল স্বপ্নের কথা ভেঙ্গে বলবো ।  
পৃথিবী বুকের সব শান্তিকামী মানুষের সাথে হাত মিলাবো  
আর সভ্যতার স্রোতে পড়ে মনের সুখে জীবন কেটে যাবে ।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

## বোদোলি যানা

### শান্তিময় চাকমা

পোত্তিদিন-দ'- কধ' কিজু বোদোলি যায়  
যেন উক্কো কুঝি চারা দাঙর ওই  
একদিন মরি যায় ।  
পোত্তিদিন-দ' কধ' কিজু বোদোলি যায়  
যেন বুরো ওই যায়  
একদিন ধুলোনোর চিজি,  
এ্যাল্ একান জুম রাঙা ওই  
একদিন রান্যা ওই যায় ।  
পোত্তিদিন এধক গোরি কধ' কিজু বোদোলি যায়  
তুও-ন' বোদোলি  
ত' পহ্ন দ্বিবে চোগ আ-মিধে রাঙা আঝিয়েন  
যিয়েন আঘে ম' মনত একদিন ছবিসান ।

### পরিবর্তন হওয়া

প্রতিদিনতো কতো কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়  
যেমন একটা অঙ্কুর বড় হয়ে  
একদিন মরে যায় ।  
প্রতিদিনতো কতো কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়  
যেমন বৃদ্ধ হয়ে যায়  
একদিন দোলনার দোলা ছোট মুনি  
সবুজ একটা জুম লাল হয়ে  
একদিন রান্যা হয়ে যায় ।  
প্রতিদিন এতো করে কতো কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়  
তবুও পরিবর্তন না হয়ে  
তোমার উজ্জ্বল দুটো চোখ আর মিষ্টি রাঙা হাসিটা  
যেটা আছে আমার হৃদয়ে একটি ছবির মতো ।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

# বুগর ব্যাধিয়ে হিল মাজ্যা মৃন্তিকা চাকমা

উক্ক মা-পুও আর ঝিলোই এগেমে সঙসার কামে পদ আধের  
করত লোই, আ-নয় উক্ক আধারা  
আধে পধে-পঝা জিনঙ-ন' জিনঙ  
আধারা পুও আচ্ছুর গরে, পধে ঘাধে, ভেগ-ভুগ বঝের  
থেঙ আজারার, পুন সেজেরার, পোইদ্যানেন-তেও মা করান চায়  
হালিক মা তারে লোই-ন' পারের এক আধে পঝা, অন্য আধে পুও  
লাঙেলো পদদ তারর কানাকুদি, ভেরাক-ভুরুক, মু-পেজেলাম  
ফিরিবের চলে-ন' পারের গিজেদি  
যেদ' চলে যেই ন' পারের আধি  
বাপ মা ঘরতুন এযের, নয় দ' যার  
আ-নয়-দ' অরাণ ওই বাগ' কামতুন এযের  
তক্কানত আর চোক্কো খাদি দেগিলুঙ  
উক্ক বাপ, আরি যেইয়্যা অলী দাগিদের ধুলনোত  
পোয়্যা পুও রে  
ধাগেতুন আর' উক্ক পুঝর গরে-বাবা মামা হক্কে এব'?  
কুধু যেইয়্যা? কমলে এব'? আ-এধক ভিলোন কি গরের?  
বাবা, মতুন অলে চিতপুরের  
বাপ তারে বুঝ-দি-দ, ত মা যেইয়্যা অমুগত,  
সমুগত  
মাওর ইরুক আর কোই-ন' পারে, কারণ মানেই ভাঝ বুঝের  
বদলে কয়-আমি তল্লোই বাজারত যেবঙ, তরে  
পেন শিলুম,  
জদা-মুঙজো, পিদে জিলেবী কিনি দিম  
তারপর পুও তার খুবীয়ে পুরিফেলায় তা মারে  
সঙ মিলেই, তা বাপর কধা সমারে  
ইঙিরি দেগঙর, মাউনর-বাপ আরেয়্যা পুও ছাউনরে  
ইঙিরি দেগঙ, বাপ্তনর মা আরেয়্যা পুও ছাউনরে  
ধাগেদী যেই পুঝর গোল্যুঙ এই আল অল' কিত্যা?  
তারা কলাক, কিউরে মানেয়ে, কিউরে পুরিয়ে,  
কিউরে ভূদ খেদে, আর কিউরে বাঘ ভালুগে...  
কধা শুনি নিজরে পুঝর গোল্যুঙ সিয়েনর জোপ কি ওই পাবে  
না-জোপ মুই তোগেই সুপ-ন পেলুঙ  
সেনে ইক্ক মর বুগর ব্যাধিয়ে হিল মাজ্যা  
চোগোত লেবর পোজ্যা, কানত পুজ্গ গোলায়,  
নাগর সিগোন গোলায়

## অবরুদ্ধ বুকের ব্যথায়

একটি মা-শিশু সন্তানকে নিয়ে আনমনে জীবন চলার পথে  
কোলে নিয়ে অথবা হাঁটি হাঁটি পা  
সর্বঅঙ্গে পোটলা, ওজনের বাইরে  
হাঁটি হাঁটি পা, ছেলেটি বায়নায় পথে ঘাটে বসে যায়  
পা আর উরু ঘষা-মাজা করে, কারণ সেও মায়ের কোলটা চায়  
কিন্তু মা তাকে তুলে নিতে পারে না  
এক হাতে পোটলা অন্য হাতে সন্তান  
লাঙলো পথে তাদের কান্না-কাটি, মারামারি এবং কুবাক্য মুখোমুখি  
ফিরতে চাইলে পারছে না পেছনে  
যাইতে চাইলে পারছে না পথ হেঁটে  
নাওয়ার যাচ্ছে হয়তো আসছে  
অথবা হয়রান হয়ে খামারের কাজ থেকে ফিরে আসে  
মুহূর্তে চোখের পলকে দেখলাম  
একটা বাপ হারিয়ে যাওয়া অলী ডেকে দিচ্ছে, দোলনায় শুয়ানো শিশুটিকে  
পাশে থাকা শিশুর প্রশ্ন, বাবা কবে আসবে?  
কোথায় গিয়েছে? কবে আসবে? এতদিন?  
বাবা, মায়ের জন্য আমায় ভীষণ মন পুড়ছে  
বাবা, ছেলেকে বুঝাতো, তোমার মা গেছে অমুকে সমুকে  
ইদানিং আর বলতে পারছে না, কারণ মানুষের ভাষা বুঝছে  
পরিবর্তে তোমায় পেট, শার্ট, জুতা, মোজা, বিস্কুট জিলাপী কিনে দেবো  
তারপর ছেলে তার মহানন্দে ভুলে যায় তার মাকে  
সুর মিলায় তার বাপের সাথে  
এভাবে দেখছি মাদের বাপ হারা সন্তানকে  
এভাবে দেখছি বাপদের মা-হারা সন্তানকে  
পাশে গিয়ে প্রশ্ন করি—এমন কেন তাদের?  
তারা বলে 'কাউকে মানুষে, কাউকে জীন পরীয়ে, কাউকে ভূতে  
কাউকে বাঘ ভাল্লুকে...  
কথা শুনে নিজের কাছে প্রশ্ন, সেটার উত্তর কি হতে পারে?  
না, উত্তর আমার জানা নেই  
যার জন্যে আমার অবরুদ্ধ বুকের ব্যথা  
চোখে পিচুটি গলছে, কানে পূঁজ গলছে, নাকে মুখে সর্দি গলছে।

অনুবাদ : মৃন্তিকা চাকমা

## রাঙামাত্যা

### সুহৃদ চাকমা

ম' আওঝর রাঙামাত্যা

সাবন্যের জুম তুগুনোর কান্নোংবুকো জুম্বী চোগ' সান  
জিংকানীর বিজোল লাঙ স্ববনানী দ্বিচোগত বনজুরে ।

ম' আওঝর রাঙামাত্যা

চুলতামঝাঙর সুরকাবচবলা গাভুরীর তজিম আঝা সান;  
নিভাগে আলাঝালা আওঝ ভরন-ভন্তি বিয়েত্রা এগন্তরে,  
পুল্লিমাঝুগ' বাগানত লুলং পত্তাপত্তিয়ে সদরর ছাবা আগে ।

ম' আওঝর রাঙামাত্যা

আউনমাযর ভুলোংফুল' খবংদ্যা তিনতেঙি সান;  
দেবংসি সুঘে খবংয়ান দীপক গদত নাজি নাজি উধে  
রাধামন ধনপুদি পালার পোত্যা আমলর রেঙ' চাগে ।

ম' আওঝর রাঙামাত্যা

পোত্তিদিন বংপাদারত রাধাচুলোফুল পিন্যে নো-নাঙি সান;  
আরাপাগল্যা উচ্ছেয় থুততো অক্কে অক্কে গিরগিরে উধে  
ঝালব্বর আওঝে পো পুদানার মিধে ইজির্যয় ।

## রাঙামাটি

আমার আকাঙ্ক্ষার রাঙামাটি

সন্ধোর জুমের মাথায় কুপড়ি পিঠে দাঁড়ানো জুম্বী চোখের মতো  
জীবনের পিছল আশার সুখস্বপ্নগুলো দুচোখে মিতালী করে

আমার আকাঙ্ক্ষার রাঙামাটি

ঝর্ণাচুল তালাকী যুবতীর বিচিত্র আশার মতো;  
অফুরান ইচ্ছার বরদেবতা বিয়েত্রার নিজ মিলন  
পূর্ণিমা বুকে বাগানে কায়ুক প্রজাপতি প্রেমের আলপনা আঁকে ।

আমার আকাঙ্ক্ষার রাঙামাটি

অম্মাণের কাশফুলের ঘোমটা দেয়া থুথুরে বুড়ি  
অজানা আনন্দে ঘোমটা দীপক রাগিনীতে নেচে ওঠে  
রাধামন ধনপুদি পালার শেষ গ্রহরের উল্লাসে ।

আমার আকাঙ্ক্ষার রাঙামাটি

প্রতিদিন ছড়ানো ছিটানো লাল মোরগ ফুলে সাজানো বর-বধু;  
বানভাসা উচ্ছ্বাসে ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে  
স্বপ্ন কামনায় সন্তান সৃষ্টির মিষ্টি ইশারায় ।

অনুবাদ : সুহৃদ চাকমা

মানৈয়

বীর কুমার চাকমা

রিঝাঙর তারেঙে তারেঙে জুম ভুইয়্যর সেরে সেরে  
বজন্তির চেরোকেইত রিনি চেলে ও মানৈয়! তুই দেভে  
তানঝাঙর ঝরঝরিনাল লো ফুদোসান কেঝান রাঙা?  
ভরন্দি আদামান কেঝান ওলঝোল? সারাপোল...  
কন' এক কাবিল ডাগেদর রমচক্র ফাল্যানাত ।  
দিগোল মোনদজরত জমিথানা স্বর্গসুধালোই  
আভাখবাক তিরাঝে কালাপেদা রনশিঙা বাজায়!  
সিরিগ্তির উদোম মানৈয়্যর বুগত উধে রণ,  
গিরিগিরেই বাজবন লাড়ৈয়্যর তম্বার ধারাজে ।  
ও মানৈয়! তর দ্বিবে চোগ পরিখোক জুম্ববীর ননৈয়্যা বুগত!  
আঙস্যার আন্দারত ডুবি রয়্যা জাদর কিত্তি  
উদ' নেই কমলে উধে আগাজত পুগ' শুকতারা?  
ও মানৈয়! তুই আয় জাদর বিজগলোই এ্যাহ্ল রঙ-বাবতা উড়েই!  
স্ববনর রনহলাত রাঙস্য পহর ছিদৈয় উধে পুগ বেল,  
পেলাংধারাজ বেসুনজুক মানৈয়্যর মুয়াত ফুদে আহুজি  
রেত বিদি পত্যারাজি তম্বার হিয়াংসিক রেঙ উধে...  
আমি আঘি! আমি আঘি! রুক্যাঙর গভীনত ।



## মানব

গিরিখাদ বনপল্লব জুমক্ষেতের সোনালী দিগন্তে  
বসতির লোকালয়ে চেয়ে দেখো ও হে মানব!  
উচ্ছল ঝর্ণাধারা রক্তের মতো কেমন লাল?  
বিবর্ণ গ্রামগুলো কেমন আতংকিত কোন এক অশরীরী উল্লাসে।  
উদ্ধত পাহাড়ের অন্তস্থলে জমে থাকা স্বর্গসুধা নিয়ে  
কোন জমকালো রণশিঙা বাজায় উন্মত্ত বীরের সাজে?  
সৃষ্টির সেরা মানবের বুকে জাগে হিয়াংশিক!  
সুশোভিত পাহাড়গুলো যেন কেঁপে ওঠে  
ভূমিকম্পের মতো মহাপ্রলয়ের অন্তঃ আশংকায়।  
ও হে মানব! দৃষ্টি তব হোক পাথেয় জুম্বীর সবুজাভ বুকে!  
অমাবস্যা-অন্ধকার মাঝে লীন হয়ে গেছে জাতির কীর্তি,  
হৃদিস নেই, পূর্বাকাশে কখন উঁকি দেবে শুকতারা?  
ও হে মানব! জেগে ওঠো সুরভিত পতাকা হাতে জাতির ইতিহাসে!  
স্বপ্নীল রণাঙ্গনে রক্তিম উজ্জ্বলতায় ওঠে ভোরের সূর্য  
স্বচ্ছ নীল আলোর ভারে জেগে ওঠে ঘুমন্ত মানব,  
মুখে বিজয়ের হাসি?  
রাত আর নেই, ভোরের বাতাসে উল্লাস মুখর আমি...  
জেগে ওঠো পাহাড়! জেগে ওঠো ঘুমন্ত মানবেরা!  
আমরা আছি এবং থেকে যাবো চিরকাল!

অনুবাদ : বীর কুমার চাকমা

রাঙা সোনা

মুজিবুল হক বুলবুল

জুমত পাখ্যা রাঙা রাঙা ধান  
চিন্দিরে মক্যা ন' ফুরয় খেলে জনমান  
আগাজত উথ্যা পূর্ণিমা পুনং চান  
ঝারর পেখকুনে দগন্তন চিং চিং চিং  
আহ্ রাঙা সোনা,  
কুধু গেলে পেম তরে  
কুধু গেলে পেম!  
মুই-দ' খবর ন' পাং  
কিত্যায় ফেলেই গেলে মরে  
কিত্যায় গেলে ফেলেই?  
ন' কাদিব দিন  
ন' কাদিব রেদ  
ন' বাজিম মুই তরে ফেলেইনে  
ছরার পানি পরের জজর জর  
সে ছরা ওইয়্যা মর দ্বিবে চোখ ।  
কুধু গেলে পেম তরে  
কুধু গেলে পেম  
ন' কাদিব' দিন  
ন' কাদিব' রেদ  
ন' বাজিম মুই তরে ফেলেই নে ।

## রাঙা সোনা

জুমের ধানে ধরেছে সোনালি রঙ  
জনম ভরে খাওয়া শেষ হয় না চিন্দিরা ভুট্টা  
পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে  
বুনো পাখিরা ডাকছে চিং চিং চিং  
ও! রাঙা সোনা  
কোথায় গেলে পাবো তোমায়  
কোথায় গেলে পাবো!  
জানি না আমি  
কেন ফেলে গেলে আমায়  
কেন গেলে ফেলে?  
কাটবে না দিন  
কাটবে না রাত  
বাঁচবো না আমি তোমাকে ছাড়া  
ছড়ার পানি ঝরে ঝর ঝর ঝর  
সেই ছড়া হয়েছে আমার দুটি চোখ ।  
কোথায় গেলে পাবো তোমায়  
কোথায় গেলে পাবো!  
কাটবে না দিন  
কাটবে না রাত  
বাঁচবো না আমি তোমাকে ছাড়া ।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

## তর দিবে চোগ

### সু-সময় চাকমা

তর দিবে চোগ

ম' মনানত নিস্তাগে জুলি থায়

এয়াইল রঙর সুধোলোই

স্ববনর জালবুনি গভীন সাগরত ভাঝি যাঙ

মর এই আল্যাং মনানে

বানা ত' কিত্যা মু-গোরি

কিরব্যার শির' পানিত মিঝি যায় ।

তর দিবে চোগ

ম' কেইয়্যার-লো-শিরেয় শিরেয়

ধাঙধাঙ্যাত ফাউনো খরাত

নয়দ' বোজেগর দেবকালায়

দগিনোর সিত্যা বোয়েরে

ম' চিদন্তুন পুজি যেদ' চায় ।

তর দিবে চোগ, মুই-দ চাঙ

ম' মনানত নিস্তাগে জুলি থেই

রেত্তোর বারিঝের ঝরে স্ববনর সুঘোর ঘুম ভাঙোক ।

## তোমার দুটো চোখ

তোমার দুটো চোখ

আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণে জ্বলে থাকে

সবুজ রঙের সুতা নিয়ে

স্বপ্নের জাল বুনে গভীর সমুদ্রে ভেসে যায় ।

আমার এই উতলা মনটা

শুধু তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে

ভালোবাসার কুয়াশার পানিতে মিশে যায় ।

তোমার দুটো চোখ

আমার শরীরের রক্তের শিরায় শিরায়

খোলা আকাশের ফাগুনের খরায়

নয়তো বৈশাখের আকাশ চমকানো

দক্ষিণের ঘূর্ণি বাতাসে

আমার হৃদয় থেকে খসে যেতে চায় ।

তোমার দুটো চোখ, আমি চাই

আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ জ্বলে

বর্ষার ঝড়ে রাতের সুখের ঘুম ভেঙ্গে যাক ।

অনুবাদ : মৃণিকা চাকমা

## বিবু দিনত মনপুদিরে

### রাজা দেবানীষ রায়

ফুল বিবুর মিধে বোইয়েত তরে দেদুং  
তরে দেদুং মুই পোত্যার জুরো আভাত, ফুল তুলদে,  
ফুলের ভেরালোই গাংকুলে আধি যাদে  
গঙ্গীমারে ফুললোই বু দিদে-  
চেই থেদুং তরে মুই মূলবিবুত, তমা ঘরত ইজরর, পিজরত  
শামুলেজ' চাবুঘীর পিনোন' উবুরে ফুল খাদি বান্যা  
ইঝেবে জাগলুক ওদুং মুই, কুবোন দোল ভাবিনেই,  
খাদিয়েন যুলো বেইয়্যা কমলা ফুলর চোগ,  
না-তা' মুওর মিধা স্ববন দেঘিনেই  
ঘুমন্তন উত্যা চিগোন গুরোর আঝিবো ।  
শনি রোদুং ত' আঝিবো গোজ্যাপোজ্যার দিনোত ত' আজুদাগী ইধু,  
চেই থেদুং তর নানা বিগিধি, কিরিমিরি চলাচলি ।  
ভাবিদুং মুই মর ওঝর বিবুগুলো খানা অল'  
চানা অল' ওঝ পুরেল দেগিনেই বিবু দিনোত মনপুদিরে ।

## বিবু দিনে মনপুদিকে

ফুল বিবুর মিষ্টি হাওয়ায় তোমাকে দেখতাম  
তোমাকে দেখতাম আমি ভোরের হিমেল হাওয়ায় ফুল তুলতে  
ফুলের বুড়ি নিয়ে নদীর কূলে কূলে হেঁটে যেতে  
গঙ্গা মাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করতে  
চেয়ে থাকতাম তোমাকে আমি মূল বিবুতে তোমাদের বাড়ির ইজোর' আর রান্নাঘরে  
শামুক লেজের আঁকা ফুলের পিনোনের' উপরে খাদি' বেঁধেছ  
ভাবতে বেসামাল হতাম আমি কোনটি সুন্দর ভেবে  
খাদির মধ্যে ষোল-ব-এর কমলা ফুলের চোখ,  
না কি তোমার মিষ্টি মুখের স্বপ্ন দেখে  
সদ্য ঘুম থেকে ওঠা ছোট শিশুর হাসিটি ।  
গুনে থাকতাম তোমার হাসি গোজ্যাপোজ্যার<sup>১</sup> দিনে তোমার দাদুদের খানে  
চেয়ে থাকতাম তোমার কৌতুক, ঠাট্টা, মশকারি  
ভাবতাম খাওয়া হলো হৃদয়ভরে বিবুগুলো  
দেখা হলো হৃদয় ভরে গেলো বিবুর দিনে মনপুদিকে দেখে ।

অনুবাদ : হেমল দেওয়ান

(১. চাকমাদের মাঁচা ঘরের অংশ বিশেষ, ২. চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়, ৩. চাকমা মেয়েদের বৃকের কাপড়, ৪. পহেলা বৈশাখে ।)

## এচ্যা বিঝুত মা গঙ্গি তরে দ্বিবে বিঝুফুল

তরুণ কুমার চাকমা

জনমর সুদমে পিণ্ডিমির সুদমে ফিরি এয়ে বিঝু  
এ বিঝুত মা-গঙ্গি তরে দ্বিবে বিঝুফুল দোঙর  
পুন্যফল বেগর ফুদোক ইয়েন বর চাঙর  
সঁৎ সঁৎ মা গঙ্গি সঁৎ সঁৎ সঁৎ তরে  
গেল্লে দিনো মানেউনর ফি বলা আবদ বলা  
ত পানিয়ে সপ্পানি ধোই নেয়া ।  
গাধি বুরপারিনে শুদ্ধ সাজ ওই  
আর' এ্যাধে আগারে আগাঝ পাদাল যা আঘে  
বেকুনর নাঙে বিঝুফুল ভাঝাঙর ফুলে পাগোরে ।  
এগেম চিদেয় বর চাঙর মা গঙ্গি মুই  
ফাশুনর আভায় চোদোর সমারি ওই আর ফিরি এদ' বিঝু  
কোচপানা দিম, তারে জানেম পাঙতুরুতুরু ।

## আজকের বিঝুতে মা গঙ্গি তোমাকে দুটি বিঝুফুল

জন্মের রীতিতে পৃথিবীর নিয়মে ফিরে এসে বিঝু  
এ বিঝুতে মা গঙ্গা তোমাকে দুটি বিঝুফুল দিচ্ছি  
পুণ্যফুল সকলের কাছে ফুটোক এটা প্রার্থনা করছি  
সঁৎ সঁৎ মা গঙ্গা সঁৎ সঁৎ সঁৎ  
বিগত দিনের মানুষের বিপদআপদগুলো  
তোমার স্রোতে সবগুলো ধুইয়ে নিয়ে যা ।  
গোসল সেরে শুদ্ধ সাজ হয়ে-  
আর উত্তরে দক্ষিণে, আকাশে পাতালে যা আছে  
সকলের নামে বিঝুফুল ভাসাচ্ছি পাঁপড়িগুলো নিয়ে  
পবিত্র মনে প্রার্থনা করছি মা গঙ্গা আমি  
দক্ষিণের হাওয়ায় চৈতির সঙ্গী হয়ে আরো ফিরে আসুক বিঝু  
ভালোবাসা দেবো, শুভেচ্ছা দেবো প্রাণ ভরে ।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

## বরগাঙ তরে

### কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা

আঝার আঝার বঝার ধোরি  
আওঝার বরগাঙ তুই আঘচ পোরি  
হিলচাদিগাঙ' এয়াইল এয়াইল মোন মুরো সেরে সেরে ।  
মুইও ত-সান এয়াইলোর কোচপাঙ  
সেনতায় তল্লোই বন্ জুরিবের চাঙ  
আঝা মর পিদ-ন-দি মুজঙ দিবে  
যুদি মরে বনভাবি চিত্ পুরে ।  
ইদুগর বেগে জানন লুজেই হিলতুন নিখিলি দোয্যাত লুঙচ্ছেয়ার  
ত' আধানা উত্তুরতুন দগিনে ইয়েন জানন  
আর জানন তুই আর আগ' সান নেই আর  
সেনে তুই উক্ক বচ উল্যানী পায্যা বর বোদা  
একেক বঝরত একেক সান একেক গরন একেক বয়ান ।  
কাণ্ডেই গোধা অভার আগে  
ত' দুও কুলোত ভরন্দি আদামত যে মানেশুন এলাক  
বেঘে এলাক কোচ পা-পি, সাঙেত দ্যা-দি এঝাল দ্যাদি গোরি  
এধে আগরর দেনকুল, বাঙকুলর কন ফারক-ন এল  
মাওর ইক্ক দিনোত থগ-ন' পেইয়া ত'-বুগত কুল ন'-দেঘে  
বানা দেঘে তুবোলুন উক্কর পর আর উক্ক উস্তন আ-মিলেই যাদন  
সে সমারে ধেই পেইয়াউনর চিন্তেনিয়ো কধক খোজোরেই খোজোরেই উধেরয়া ।  
ইয়ো বরগাঙ একা গোরি শুনদে...  
কুধু গেল' তর ধনপাদা সলক দোর আঝারীবাগ  
চোগে মুনি-ন' পায্যা এয়াইল এয়াইল ধান ভুই?  
কুধু আহরেলে বরকরল গোরগোরি যিয়েনতুন ঝাম দিদে?  
ইধোত আঘেনি চাঙমা রাজঘর বুয়েয়স্যা?  
ইধোত আঘেনি আঝার আঝার মানেই ধাবেয়স্যা?  
একজাগা মানেই নানা জাগাত ছিদেলে ।  
ইক্কে তর আর লাভো নেই আবিলেশ খেই  
ওইয়ে-দে সিয়েন আর ফিবেবার জু নেই  
তুও গোধেল গোধেল পুঝর থায়-  
গধাবান্দে তুই অলর কিয়ে রলে আয়?  
যা ধাবেয়চ, ন-ধাবেচ আর, থেবার জাগাদে  
হিলেহিলির দুখ্যা মানেইরে বাজিবের বুদ্ধি দে

দূরপদ যেন কায়ত আনি দোচ্ ...  
কারেন' পহরত দুখ্যা মানের ফি-বলা কাদে দে ।  
ত ইধু মর শেজ কোজেলী...  
জীঙকানির ইয়োথ ফুরেই যেক্কে নিঝেচ বন অভ  
ছাবাবোয়ো যেক্কে সমারে লুগ দিব  
আহর ভাবেয়্যায়-ম আহরুন ত' বুগত ভাঝাদোক  
আ-যুদি কন' কারণে আহরুন মুরোত থেই যান  
বর বর' নালত-তা বুগত ভাঝি এত্তোক  
মুই চাঙ গাধি বুর পারি পিভিমিত বিদেয় নেযাঙ ।

## বড়গাঙ তোমাকে

হাজার হাজার বছর ধরে  
প্রিয় বরগাঙ তুমি আছো পরে  
পার্বত্যজেলার সবুজ সবুজ পাহাড় পর্বতের মাঝে ।  
আমিও তোমার মত সবুজকে ভালোবাসি  
সেজন্য তোমার সাথে বন্ধু জুড়াতে চাই  
আশা আমার নারাজ করে দিবে না  
যদি আমার বন্ধু ভেবে মনে পড়ে ।  
এখানে সবাই জানে লুসাই হিল থেকে বেরিয়ে সাগরে পড়েছ  
তোমার গতি উত্তর থেকে দক্ষিণে এটা সবাই জানে  
আরো জানে তুমি আর আগের মতো নেই  
তাই তুমি বয়স উল্টে পারা বর' বোদ্য  
এক বছরে একটা রূপ, আরো একটা গঠন আর প্রকৃতি ।  
কাণ্ডাই বাঁধ হওয়ার আগে  
তোমার দু'কুলের যে গ্রামের মানুষগুলো ছিলো  
সকলের ছিল ভালোবাসা, একে অপরে সুখে-দুখে সাথী হওয়া ।  
উপরে নিচে ডানকূল আর বামকূলের কোনো তফাৎ ছিলো না  
কিন্তু আজকের দিনে তলাহীন তোমার বুকে কূল দেখি না  
শুধু দেখা যায় জোয়ারগুলো একটার পর আর একটা উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে  
তারি সাথে উদ্ভাস্ত হওয়া হৃদয়গুলো কত নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে উঠছে ।  
এই যে বরগাঙ একটু শুনো তো ...  
কোথায় গেলো তোমার ধনপাদা সলক দুয়ার, আঝারীবাগ  
সীমাহীন সবুজ সবুজ ধান গাছের জমিগুলি?



কোথায় হারাইলে বরকলের ঝরনা যেখান থেকে ঝাঁপ দিতে?  
মনে পড়ে চাকমা রাজবাড়ি ডুবিয়েছো?  
মনে পড়ে হাজার হাজার মানুষ উদ্ভাস্ত করিয়েছো?  
এক জায়গার মানুষ নানা জায়গায় ছিটিয়েছো ।  
এখন আর তোমার লাভ নেই অনুতাপ করে  
যেটা হয়েছে সেটা আর ফিরাবার কোনো পথ নেই  
তবুও অসংখ্য প্রশ্ন থেকে যায়-  
বাঁধ দেওয়ার সময় তুমি চুপ করে রয়েছ কেন?  
যা তাড়িয়েছ আর তাড়িয়োনা, স্থান দাও  
পার্বত্য উপত্যকার দুঃখী মানুষকে বাঁচার বুদ্ধি দাও  
দূরের রাস্তা যেমনি কাছে এনে দিয়েছো...  
বিদ্যুতের আলোতে দুঃখী মানুষের আপদ কেটে দাও ।  
তোমার কাছে মোর শেষ অনুরোধ...  
জন্মের বয়স যখন শেষ হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে  
ছায়াটাও যখন সাথে অদৃশ্য হয়ে যাবে  
হাড় ভাসানোরা আমার হাড় তোমার বুকে ভাসিয়ে দিক  
আর যদি কোনো কারণে হাড়গুলো গভীরে থেকে থাকে  
বিরোট বৃষ্টির নালে তোমার বুক দিয়ে ভেসে আসুক  
আমি চাই শুদ্ধ সঙ্গ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ।

অনুবাদ : শৃঙ্গিকা চাকমা

# মানজ্যর জীংকানী

হীরালাল চাকমা

পুরানি আমলতুন ধোরি এগেমে ভাবিদে চলে মানম্যর জীংকানী  
কি এলাক! কেঝান্যা এলাক! ভাবিলে... জার কাদা উধে।

ইরুক সে আমল কথা কোইদিলে নিলোস্যাভাচ মাদে পারা অয়,  
চিন্দেভাজ নিখিলিনে অইজ্জেবী এ্যাল মাঝি নিখিলন।

রেনি চা চিনু-

নাদংছারা জীংকানীত খেয়ন কাজা এয়ারা, খেদাক লাংদা,

জ্ঞান আহরা, বানা কেইয়্যা সলঙান-ভাবিদ চলে গাজ'

বান্দরতুন অন্দরম।

পিরুল্যা অলে-কুধু পেয়ন বোদ্য, পেয়ন কুধু দারু, কারে কন্না রেনি চার  
এ্যামান' ধক মানেই, সেনত্যা মুওত পুঝোর এয়ে-নাকি দুওন দেবেদায়?

তারাই কি ন দেঘন-পিভিমির সোজ' রঙ, এ্যাল রঙর জীংকানী?

ন' দেঘন-সুগোর ভরন-ভিরোন নুও গিরিভি?

ন' দেঘন-এক হুজ উজ্জেবার পস্তান?

ন' দেঘন-সমাজ-দেঝ?

চিনু অলেস্যা দেক্কন-

সত্য আমল' কলি আমল, কাদেই কল' আমলত ইরুক

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বানাদন মানুজ মারিবের আ-তরিবার

নানায়ান আত্যার। উত্তন আগজদি স্বর্গরপুরী মিলে সান।

ইয়েনী কন্না শিঘিয়া? না-ইয়েনীয়া শিঘেয়ন দেবেদায়?

ইরুক সে মানেউন কুদ্দুরত এলাক! আ! জেরেদি

কুদ্দুর উয়েই য়েবাক... এক্কেনা ভাবিবের কথা!

কিও কি কন' দিন ভাবি চেয়ন...?

## মানুষের জীবন

আদি যুগের মানুষের জীবন ভেবে দেখলে বড়ই বিচিত্র  
কি ছিলো! কি রকম ছিলো! গা শিউরে উঠে ।  
ইদানিং সে যুগের কথা বললে কাল্পনিকের মতো মনে হয় ।  
দুর্গন্ধ বেরিয়ে অসভ্য মাছিগুলো আনাগোনা করে তাদের আস্তানা থেকে ।  
চেয়ে দেখো চিনু-  
অসভ্য জীবনে ভক্ষণ করতো কাঁচা মাংস, থাকতো উলঙ্গ  
জ্ঞান বুদ্ধিহীন, শুধু মানুষের আবরণ । গাছের বানরের চেয়েও অধম,  
অসুখে কোথায় পেতো ডাক্তার, কোথায় পেতো ঔষধ  
কে কাকে দেখেছে? ছিলো পশুর মতো ।  
তাইতো মুখে প্রশ্ন-সে সব কে দিয়েছে? নাকি দেবতায়?  
সে যুগের মানুষ দেখেনি নীল আর সবুজের পৃথিবী?  
দেখেনি নিষ্পাপ ফুলের মতো সুখের নীড়?  
দেখেনি এগিয়ে যাওয়ার পথটি  
দেখেনি সমাজ আর দেশ?  
চিনু হয়তো দেখেছ-  
আদি যুগ মধ্য যুগ পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক যুগে এসে,  
জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৈয়ার করছে মানুষ মারা আর  
বাঁচানোর হরেক রকম অস্ত্র আর বস্ত্র ।  
উড়ছে নীলিমায় স্বর্গের পুরীর মতো-  
এসব কে শিখিয়েছে? নাকি এসবও দেবতারা?  
ইদানিং আগের মানুষরা কতটুকু এসে গেলো  
আরও কতটুকু এগিয়ে যাবে একটু ভেবে দেখার কথা  
কেউ কি কোনদিন ভেবে চেয়েছে?

অনুবাদ : হীরালাল চাকমা

## ইরুক বিবু পিদল রঙর রোদোত ভিঝে শিশির চাকমা

বেসদর জীঙকানীর তানাপোয়্যান ধুঝি পোস্তি বঝার বিবু এয়ে  
সঝাগ পোল্লানর জুনি চোগ জুলি ন উন্তে যিঙিরি শিগের বিজিরে অয়  
সাবন্যা আগাজ' তারাজামেইসান, সিঙিরি বিবু বিজিরে ওই পোলেই যায়  
ইরুক নিরেল গোরি ।

আক্কুরি বিবুদিনোত পুরিসান মিলেউন রাদাডাগত জাগি উধি চোগ  
কোজোদি কোজোদি মরিজের আধা ধরি ফুলপারা যেদাক, ইরুক তারা ইনঝিব ।  
ইক্কু তারা আর বিবুরে ফুল-ন' গঝান, ম চিগোন বোনুনরেও আর ফুল  
কুরদে ন'-দেগং, ইরুক বিবুত তারা মরা সাদস্যা জুন' পহর' সান ভাঝি বেরান  
মামা রাঙা চোরবেক গুলোসান চোক্কুন জোলেই বোই থায় ভাঙা ইজোর' মাধাত ।  
ইরুক বিবুত কোগিলোর ফুলকাবা নিমোন গীদ কানত ন ধুঝেগি  
বিবু পেগোর গভীন মেইয়্যা ধরনর র'-ত ইধপাদা কলকলেই ন-উধে  
গুরোলগর পান্যাগোলাগর আবাজত ফুয়ঙ আর ন' ফুদে  
বিবু রেদোত গাভুরলগর মওত গুজুরী ন' উধে খেংগরঙ  
গেঙখুলীউনর বেলাতার লোরি আর ন' উধে, গাভুর লগর রেঙচাগত  
মাদি পিঙিমি ন' জাগে, ন' জাগে আগাজ, ন' জাগে আদাম  
ইরুক বিবুত আঝার আদামে আদাম শেঘা খেইয়্যা পিদলরঙ  
হারকুস্যা মিলেসান ঘুম যায় বেয়াল ।

## বিবু ইদানিং তামাটে রঙের রৌদ্রে ভিজে

অনাত্মীয় জীবনে অভাবের মাঝে প্রতি বছর বিবু আসে  
সতর্ক শিকারীর জোনাকির চোখ না জ্বলতে যেমনি  
শিকার পালিয়ে যায় সন্ধ্যা আকাশের ধ্বসে পড়া  
তারার মতো ঠিক তেমনি বিবু পালিয়ে যায়  
ইদানিং নিস্তব্ধ পদভারে।

আগেকার বিবুদিনে পরীর মতো মেয়েরা মোরগ ডাকা রাতে  
জেগে উঠে চোখ মুছে মুছে বেতের থলে নিয়ে ফুল  
কুড়াতে যেতো, ইদানিং তারা নিরব, নিস্তব্ধ।  
এখন তারা আর বিবুকে ফুল দেয় না, আমার ছোট্ট  
বোনদের আর ফুল কুড়াতে দেখিনা ইদানিং  
বিবুতে তারা মৃত সাদা জ্যোৎস্না আলোর মতো ভেসে বেড়ায়।  
মা লাল চোরবেকগুলার<sup>১</sup> মতো চোখ রাঙিয়ে বসে থাকে  
ভান্সা ইজরের<sup>২</sup> মাথায়।

ইদানিং বিবুতে কোকিলের সুশ্রী কণ্ঠ কান স্পর্শ করে না  
বিবু পাখির গভীর ভালোবাসার নিপুণ কণ্ঠ হৃদয়ে আলোড়ন তোলেনা।  
ছোট ছেলেদের ফাটানো আতস বাতির আওয়াজ আর গুনা যায় না  
বিবু রাতে যুবকের মুখে শোভা পায় না আর খেঙগরঙ<sup>৩</sup>  
গেঙখুলীদের<sup>৪</sup> বেহালার তার আর নড়ে উঠে না।  
যুবকের রেঙের<sup>৫</sup> ধ্বনিতে মাটির পৃথিবী জাগে না,  
জাগে না আকাশ, জাগে না গ্রাম। ইদানিং বিবুতে হাজার  
পাড়া গ্রাম তাপে দন্ধ তামাটে রঙের কিশোরীর মতো  
ঘুমিয়ে থাকে ক্লান্ত হয়ে।

অনুবাদ : শিশির চাকমা

(১. জঙ্গলের একপ্রকার ফল, ২. ঘরের সামনে মাচা, ৩. বাঁশের তৈরী এক প্রকার বাঁশি বিশেষ, ৪. চারণ  
কবি, ৫. ধ্বনি বিশেষ।)

## ইরুক মর কোচপানা রাঙ্কীন চাকমা

ইরুক মর কোচপানা  
অরিঙর দোল চোগোর এ্যাল স্ববন  
মামার অঞ্জুর কিরব্যার হেঙগরঙ  
চিদোর উমে দিবে ফুলর আলাবন ।  
ইরুক মর কোচপানা  
কুল আরেয়্যা মাঝির শুকতারা  
তুম্বাচ মনর উদ্যোনেই শান্দি  
ন' দেক্যা পরানির ভাবনা  
বিঝু বেল্যার নেয়্যাঝরা বোয়ের ।  
ইরুক মর কোচপানা  
মুরোত পয্যা পরানির চিদি  
সিন্গোবার রাঙোলা ফুল' তবা  
নয়-দ'দা ভিঞ্চির মোনালিসা ছাবাবুও ।  
ইরুক মর কোচপানা  
ধুব এ্যাল ওলোত্যা ভালোক ফুল  
দিন্গোই সাঝেয়্যা স্ববনর চাজ্  
আঘোনর পাদল শিরপানির বান  
বোজেগর পোইল্যা ঝরর আলসিত  
ভিস্যা নরম চোগোর শান্দি ।  
ইরুক মর কোচপানা  
বাবার সঙভুয়োর ধান সাঙু  
এ্যাল গাবুরির চুবচাব মিলানা  
মার মাতুলি মেইয়্যার দোয্যা ।  
কোস্তুন মর কোচপানা  
এ দেঝ্ এ মাদি এ মানুষ  
আ-তারার সুঘর বাজানা ।

## ইদানিং আমার ভালোবাসা

ইদানিং আমার ভালোবাসা  
হরিণের নিটোল চোখে সবুজ স্বপ্ন  
মায়ের অবিরাম হেংগরঙের সুর  
হৃদয়ের উষ্ণতায় দুটি ফুলের চুম্বন ।  
ইদানিং আমার ভালোবাসা  
কুল হারানো মাঝির প্রবতারা  
পবিত্র মনের অফুরন্ত ভালোবাসা  
না দেখা প্রেয়সীর ভাবনা  
বিবু বেলার ভালোবাসার হাওয়া ।  
ইদানিং আমার ভালোবাসা  
হৃদয় নিঙড়ানো প্রেয়সীর পত্র  
ড্রইং রুমের সাজানো ফুলের টব  
নয়তো, দা-ভিঞ্চির মোনালিসার ছবিটি ।  
ইদানিং আমার ভালোবাসা  
সাদা, সবুজ, হলদি বিভিন্ন রকমের ফুল  
দিনটিকেই সাজিয়েছে স্বপ্নের চাষ  
অগ্ন্যহায়ণের পাতলা কুয়াশার পানি বান  
বৈশাখের প্রথম ঝড়ের অলস হওয়ায়  
ভিজ়ে যাওয়া নরম চোখের চাহনি ।  
ইদানিং আমার ভালোবাসা  
বাবার সমতল জমির ধানের সাঁকো  
ষোড়শী যুবতীর প্রিয়ের সাথে দেখা  
মায়ের মাতাল আদরের সাগর ।  
সব চাইতে আমার ভালোবাসা  
এই দেশ এই মাটি এই মানুষ  
আর তাদের সুখের কামনা ।

অনুবাদ : মৃন্তিকা চাকমা

## কোচপানা

### চন্দন চাকমা

যারে নিন্যায় এধক মর ভাবনা  
যারে ফেলেই এ-ফাগোনত  
রঙে গীদে আঝানা  
সিয়েন মর ঝরি যেইয়্যা মরময়্যা  
সুরে চুগুনো পাদাত নাজানা ।  
কোগিলর কুহু কুহু আ-চোত বোজেগর দেবাকাল  
বিদি যেইয়্যা সুঘুর দিনর কোচপানার আলাঝালা  
সিয়েন মর আঝি যেইয়্যা মনকানানি  
মিদিঙে বাঝির দগরানা  
আ-কাল কাল তা-দি চোগত  
মর কানি ন-পায়্যা সাগরের চোগো পানি দেগানা ।  
সাঝন্যা বেঅক্তত বাহুভাঙা পেঘোর  
ন'-চিন্যা পদত উরি যানা,  
বাজাদে বাজাদে গীতারর সুর আঝানা,  
সিয়েন তা-বুংগত দিবে স্বর্গফুলত সুঘত্যা ভিলি  
মর ঘর বানানার ধুম-ন' অনা ।

## ভালোবাসা

যাকে নিয়ে মোর এত ভাবনা  
যাকে ফেলে এই ফাগুনে  
গানের সুরে হাসানো  
সেটা মোর ঝরে গেছে  
শুকনো পাতার মরমর সুরে নাচানো ।  
কোকিলের কুহু কুহু আর কাল বৈশাখের খেলানো  
অতীতের সুখের দিনের সীমাহীন ভালোবাসা  
সেটা মোর হারিয়ে যাওয়া মনের কান্না  
মিদিঙ বাঁশের বাঁশির সুরে সুর তোলা  
আর কালো কালো তার দুচোখে  
মোর গুমরিয়ে কান্নার সাগরের চোখে পানির সাধনা  
সঙ্ক্যায় অবেলা সময়ের নীড়হারা পাখির  
অচিন পথে উড়ে যাওয়া  
বাজাতে বাজাতে গীটারের সুর হারিয়ে ফেলা  
সেটা-তার বুকের দুটো স্বর্গ ফুলের সুখের জন্য  
মোর ঘর বাঁধানো শেষ না হওয়া ।

অনুবাদ : মৃত্তিকা চাকমা



# নিমিজোত আহভিলেশ

## ঝিমিত ঝিমিত চাকমা

মন তুই কয়দিন আর অলর গোরি থেবে  
বল নেই কেয়াসান গোরি  
ওলো মুত্য কয়দিন তুই তর নিজেনা ঠির গোরি ন' পারা ।  
ওল ঝোল অসুনজুক চিৎপাগল কয়দিন,  
তুই সিয়েনী বানি রাগেবে ।  
অভালেদি আমি কিউই নয়  
অজাবিনও কিউই নয়  
অলক্ষীও কিউই নয়  
মা বসুমতিও আমারে ছারি ন' যায় ।  
বানা তর অনায় আমা মাধাত  
সাত আহ্ধ পানি,  
যিওত চেরেষ্টা গোরিও নিজেস ফেলেই ন' পারির ।  
তর ওলোমুতাই অসুনজুক আর চিৎপাগলে  
মা বসুমতি এচ্যা পিদ-দি আঘে  
তুই রৈদোর আঘুন লুরো ওই ন' পারর ।  
তর লো কিয়ে উদুরেই-ন' উধে যেন মার কেয়া ধোই যায়  
তর চোখ কিয়ে জ্বলি-ন' উধে ।  
যেন অজাবিন রেখখসসুনর কেয়া জ্বলি যায়  
ত' মাধাত কিয়ে ঘিলুক ন' খেলে  
যে ঘিলুগে বেঙ্কুনর কেয়ার তেল গরম দি  
নিমিজোত এক্কাণ তোলপার অয়  
ও মন তুই এজ' অলর কিয়ে?  
মা' ত' কিত্যা এজ' চেই আঘে ।

## ক্ষণিকের অনুতাপ

অন্তর আর কতদিন চূপ সে থাকবে  
কংকালসার দেহে  
দুল্যমান কতদিন তোমার অন্তরের চিস্তা এখনো সীমাহীন  
দিকহারা স্বস্তিহীন ব্যাকুল চিস্তা কতদিন  
তুমি গাঁথিয়ে রাখবে সেটা ।  
অমানুষিক চিন্তের অধিকারী আমরা কেউই নয়  
হৃদপিণ্ড খসে ফেলার মতও নয়  
অলক্ষণের প্রশ্রয়কারীও নয়  
মা বসুন্ধরা এখনো আমাকে ছেড়ে যায়নি ।  
গুধু তোমার জন্যে আমার অন্তরে  
সহস্র হাত দুর্যোগ এগিয়ে  
যেখানে শত চেষ্টায় স্বস্তি ফেলা যায় না ।  
তোমার দুল্যমানের স্বস্তিহীন আর খসে যাওয়া হৃদপিণ্ড  
মা বসুন্ধরা আজ বিমুখ  
তুমি রাতের প্রদীপ হচ্ছ না  
তোমার রক্ত কেন উত্তপ্ত হয়ে মায়ের শরীরে ধুইয়ে যায় না  
তোমার দৃষ্টি কেন অগ্নিস্কুলিঙ্গ হয় না  
যেন শয়তান রাক্ষসের দেহ জ্বলে পুড়ে যায়  
তোমার মাথার মগজে কেন অনড়  
যে মগজে সবার দেহের তেল গলে  
মুহূর্তের মধ্যে একটা সৃষ্টির প্রলয় হয়  
হে অন্তর তুমি কেন এখনো নির্বাক  
মা এখনো তোমার অপেক্ষায় তাকিয়ে রয়েছে ।

অনুবাদ : মৃত্তিকা চাকমা

তা-ধক

পুন্পিতা বীসা

মনান অঙ্কে অঙ্কে কুধু যায় ঘুরে  
কদলপুর রেঙ্জাত  
হক্কে হক্কে ঝিমিদত আহঝি যায়  
চানান যেন ডুবি যায় আঙস্য আন্দারত  
ডুবি যায় গভীন দোয্যাত  
দোয্যা সমারে মাতুল ওই  
ফেনা তুলি উজন্যা লামন্যা  
এ দোয্যা বেই ও দোয্যা ।  
গভীন কালা দ্বিবে চোখ ভাঝে  
কি দোল সে রেঙ্জায়ান কি দোল  
মানুষ্যন যেন আদার তোগেই ঘুরন  
মনানেও তা শিল্লমনর লাঙনিরে তোগেই তোগেই ঘুরে  
দোয্যার পানি ওই দোয্যার সমারে ।  
তোগাদে তোগাদে অহরান ওই লাঘত পায়  
তুলি লয় বুগত এগেমে  
তজ্জিম পুরো মন আওঝ বাগানত  
তা-ধগে তা ধক ।

## তার মত

মনটা মাঝে মাঝে কোথায় উড়ে যায়  
কদলপুরী রাজ্যে ।  
মাঝে মাঝে হঠাৎ হারিয়ে যায়  
চাঁদ যেমন ডুবে যায় অমাবস্যার আঁধারে  
ডুবে যায় গভীর সাগরে-  
সাগরের সঙ্গে মাতাল হয়ে  
ফেনা তুলে উপরে নিচে  
এ সাগর থেকে ও সাগরে ।  
গভীর কালো দুটি চোখ ভাসে  
কী সুন্দর সে রাজ্য কী সুন্দর  
মাছগুলো যেমন খাবার খুঁজে বেড়ায়  
মনটাও তার শৈল্পিক মনের প্রেমিকাকে খুঁজে খুঁজে ফিরে ।  
সাগরের পানি হয়ে সাগরের সঙ্গে  
তুলে নেয় বুকের মধ্যে গভীর ইচ্ছায়  
পুরো সাধের মন বাগানে  
তার চেহারায় আর তার মতে ।

অনুবাদ : নন্দলাল শর্মা

ন' দরাং

ভারাক্ষর ত্রিপুরা

ম' নাং ঘন'

মুই কথা কং ঘন' ঘন' ।

মুই ঘরত কিওরে-ন' দরাং

চালাক মানুষ মুই চরাং ।

যাদে যাদে পধ' মায়

গীদ গাং ঘন' ঘন' ।

ভাত খাদে বেচ খাং নুন

ভাত খাদে তোন ঝুল কম পরিলে

থাল্য আঝার মারি থং

মুই কাররে ন' দরাং ।

আমার নির্ভীক চিত্ত

আমার নাম ঘন

আমি কথা বলি নির্ভীক দ্রুত

আমি কাউকে ভয় করি না

চাটুকার মানুষ নাচে আমার সন্মোহে ।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাঝপথে কোনখানে

চিত্ত বেজে উঠে মুহূর্তের মধ্যে ।

আমার খানার টান লবণাক্ত

অপরিমিত ঝোল খানায় হয় যদি

থাল ছুড়ে ফেলি লংগরে

নির্ভয় চিত্ত আমি কাউকে করি না ভয় ।

অনুবাদ : মৃন্তিকা চাকমা

# জুম-আর জুম্ববী

## সজীব চাকমা

ও জুম-

মর বুগ ভরন সাগর আঝার জুম,  
গেল' বোজেগত কেইয়্যার ঘামে আ-লো ফুদয়  
লাগেয়া এ-নাদঙছারার পরানর থুম ।

জুম্ববীর নিমোন কোচপানার  
কুনেইয়্যা তজিম আঝার ধক  
যিধু গারেয়া আঘে বিঝু ফুলর  
ভালেত দিনর ভালেদি লকফক ।

তজিম আগপুধিলোই রজেয়া কধাতারা ধক  
আগাব জুম-চাব,  
যিধু আইলুম ধুলি উধে নুও নুও বোয়ে-রে  
ভাত ঝরা ফুলর সাগর লুভ-ধাব ।

পরানর জুম্ববীরে সুগ পাঙ মুই আস্যা-মু  
জুম্ ধানর সনারঙ স্ববনত,  
কাল্লোঙ-বুগী বাছেই আঘে ধান কাবা অক্ত  
ভাঙা বাজেয়োর বেসদত্ ।

ম' জুম্ববীরে অজাবিন লুলঙ অ্যাপমেনে  
সদি ভাঙি-ন দিবেক দ?

ম' এ জুমজগা স্ববনর ধানানি  
কন' গুরুয়ে খেই-ন' দিবেক-দ'?

অক্ত অক্ত সারাল্যা ফেবো-রয় যাঙ ডুবি  
ঠাহর গোরি-ন' পারঙ কুধু ম জুম আ-জুম্ববী ।

## জুম আর জুম্বী

হে জুম-

আমার বুক ভর্তি প্রচুর আকাজ্জক জুম,  
গত বৈশাখে ঘর্ম আর রক্ত ফোটায়  
রোপিত এ ছন্নছাড়ার হৃদয়ের শেষ সম্বল ।  
জুম্বীর নিবিড় ভালোবাসার  
কারুকার্য খচিত বিচিত্র আশার মত,  
যেখানে প্রোথিত করা বিবু ফুলের  
গুভ দিনের সু-সম্পর্ক ।  
বিচিত্র বর্ণমালায় রচিত পাণ্ডুলিপির মত  
উর্বর জুম-বিতান  
যেখানে প্রায়শই দোলে নানা আবহাওয়ায়  
ভাতঝরা ফুলের<sup>১</sup> অনেক আশা আকাজ্জক ।  
প্রিয় জুম্বীকে খুঁজে পাই আমি হাসি মুখ  
জুম ফসলের সোনালি স্বপ্নে,  
কাণ্ডো<sup>২</sup> কাঁধে অপেক্ষমান ফসল তোলার সময়কে  
দরিদ্রময় কুটিরে অবচেতন ।  
আমার জুম্বীকে অবিবেচক কামুক অ্যাপমেন্  
ধর্ষণ করবে নাতো?  
আমার এ জুমময় স্বপ্নের ফসলকে  
কোন ষাঁড় খেয়ে দেবে নাতো?  
মাঝে মাঝে নির্জন পাগল শিয়ালের অন্তঃশব্দে ডুবে যাই  
ইঙ্গিত পাইনা কোথায় আমার জুম আর জুম্বী ।

অনুবাদ : সঞ্জীব চাকমা

(১. পাহাড়ি ফুল বিশেষ, ২. ফসল রাখার পাত্র বিশেষ ।)

পরানী

অংছাইন চাক

মুই মিঝি যেয়ঙ ভিগেরী ঝাগত  
পরানী সিয়েন তুই কোই-ন'-পারচ?  
জিংকানী মর দুগে যার-  
ইত্তুন পারা যেম কুধু?  
তুই নিঘিলি যেয়স মর ইধত্তুন  
স্ববনানি ব্যাঘ ঝোরি যেইয়্যা মাওল বোয়েরত,  
জিংকানী তত্তুন আর কিছু চেবার নেই  
বানা দি-ফুদো চোগো পানি ফেলেই দিজ মর পরা বুদ্ধত,  
যকে অঙ যেবার সেই মরন কুলত ।

প্র়েসী

আমি মিশে গিয়েছি ক্ষুধার পালে  
প্র়েসী সেটা তোমার জানা নেই?  
জীবন আমার দুঃখের পথে  
এর থেকে যাবো কোথায়?  
তুমি বেরিয়ে গেছো আমার হৃদয়ের মাঝে  
স্বপ্নগুলো পালিয়ে গেছে তাগুব বাতাসে  
জীবন তোমার থেকে চাইবার আর কিছুই নেই  
গুধু দুফোঁটো অশ্রু ফেলে দিও আমার পোড়া বুকে  
যখন হবো যাত্রী সেই মরণের ওপারে ।

অনুবাদ : মৃষ্তিকা চাকমা



## মুই এযঙর আনন্দমিত্র চাকমা

ভালদূর পদ আধি এলুঙ  
বেন্যা পোত্যা বেলান, পজিমে ডুবেন্নোই  
তারেঙ মাদাত চেরেই পুগ দগন্তন-  
সাঝন্যা বেলানর ছদক মোনো মাদাত পোজ্জগোই ।  
মোনো মাদায় পেগো ঝাক উরদন,  
রেদ কাদেবার বাহ্ তোগাদন  
সাঝন্যা বেলান' সমারে  
বাবদর পেগে বাহ মিক্যা ফিরদন ।  
ঘুপঘুস্যা তারুঙর্ ঝোরঝোরি-রয়  
চেরো হেত্যা আন্দার লামি এযের  
পদ নেই, হুজ বারেলে আনন্দার শিল চাদারা  
পদর থুম নেই, তুও হুজ ফেলাঙর  
কন' এক অদেগা অজানা পদত্যাই ।  
কিজেনী লুমনা অভ' কি-ন' অভ'  
সেই জীবন দোজ্যার পারত মোনো মাদাত  
বেল্যা মাদান রাঙা বেলান' সান  
বাচ্ছাগ' মুই এযঙর মুই এয-ঙর ।

# আমি আসছি

বহুপথ পেরিয়ে এলাম  
প্রভাতের সূর্যটা পশ্চিমে ডুবে যাচ্ছে  
পাহাড়ের চূড়ায় চেরেই পোকা ডাকছে  
সন্ধ্যা বেলার সূর্যের রশ্মি পাহাড়ের চূড়ায় পড়ে গেছে।  
পাহাড়ের চূড়ায় পাখিরা উড়ছে  
রাত কাটানোর বাসা খুঁজছে  
সন্ধ্যা বেলার ডুবন্ত সূর্যের সাথে  
নানা জাতের পাখিরা বাসার দিকে ফিরে আসছে।  
আঁধার গিরি খাটের ঝর্ণার শব্দে  
চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসছে  
পথ নেই, পা ফেললেই অন্ধকার শিলার স্তুপরাশি  
পথের শেষ নেই, তবুও পা বাড়াচ্ছি  
কোনো এক অজানা অচেনা পথের দিকেই।  
জানিনা, পৌঁছা হবে কিনা  
সেই জীবন সাগরের ওপারে পাহাড়ের চূড়ায়  
বৈকাল বেলার লাল সূর্যটার মতোন  
অপেক্ষা করো আমি আসছি আমি আসছি।

অনুবাদ : আনন্দমিত্র চাকমা

## খবর ন' পেইয়া মনান চাংমা সীমা দেবান

মুই-দ' ন' চাং  
তর কোচপানা সোজ রঙ' সেরে  
কাল ধুবে মিজেল্যা মেঘ' সেরে  
জুনি ওই ঝিমিত ঝিমিত জ্বলিবের ।  
ন-চাং মুই কন' দিন  
তর সোয্য ভূয়োর ওলোদ্যা  
সোয্যা ফুলুন' লঘে মিজিনে  
ফুল ওই আহ্‌ঝি আহ্‌ঝি চেই থেবার ।  
কন'দিন মুই ন' চাং  
তর কোচপানা দোয্যকুলর  
শামুক ভাঙি মুক্ত তোগেই  
গোদা জীংকানি কাদেবার ।  
কমলে কমলে মুই খবর ন'পাং  
সোজ রঙ আগাজর জুনিউন' ধাগত  
সমত দিলুং জুনি ওই জ্বলিলুং  
সোজ ভূয়োর ফুলুনুরে দোল দেই  
তারা লঘে মিজিলুং  
দোয্যা কুলত শামুক তগা যেই  
শামুক ভাঙি মুক্ত পেলুং ।

## পাগল মন

আমি তো চাইনি

তোমার ভালোবাসা সবুজ রঙের মাঝে

কালো শুভ্র মিশ্রিত মেঘমালার ভেতরে

জোনাকি হয়ে মিটিমিটি জ্বলতে ।

আমি চাইনি কোনোদিন

তোমার ফসলের ক্ষেতে হলুদাভ

সরষে ফুলের সঙ্গে মিশিয়ে

ফুল হয়ে হেসে হেসে চেয়ে থাকতে ।

আমি কোন দিন চাইনি

তোমার ভালোবাসার সমুদ্রে

ঝিনুক ভেঙ্গে মুক্তো খুঁজে

সমগ্র জীবন কাটিয়ে দিতে ।

কবে কখন আমার স্মৃতিতে মনে নেই

সবুজ রঙের আকাশের জোনাকির পাশে

কথা দিলাম জোনাকি হয়ে জ্বলবো

সবুজ ভূমির পুষ্পের ভালোবাসা পেয়ে

তাদের মাঝে মিশে গেলাম

অকুল সমুদ্রে ঝিনুক খুঁজতে

ঝিনুক ভেঙ্গে মুক্তো পেলাম ।

অনুবাদ : চাহমা সীমা দেবান

## অঙ্কুর কিজেক

### রিপরিপ চাকমা

পুগ' আগাজে বেলান মাধা উত্তরে এ্যাই থিয়েল  
লামা ছাবা বাধিত্তুন বাধি ওই গেল'  
তুও এ্যাব' কিওর রং সারিয়ে নেই ।  
ফুরেই য়েব' সেগেন্ড মিনিট এক উক্ক ঘন্টা  
বেলান যক্কে রাঙা রঙ ছিদেই দিব'  
কাল ধুম' ধোস্যা বিবেক্কান ধংস গোরিবের বেঅঙ্ক  
আ-ন' অহ্লে কাতকাত্যা বারোজর বাজ ।  
ফুদ' ফুদ' বিজে ভরি গেল' ভাবনার ঝলা  
নদরকান রাগে লেত্তো ছিদেই দোং চেরোহিত্যা ।  
কন' পহর নেই চেরোহিত্যা ঘুরঘুচ্যা আঙ্কার  
চুবে চুবে পুঝর লং কিওরে  
ইগুন কন্না? উঘুন কন্না? হধাক তালাক ফেলেই দুও  
উইও শুন' কিজেক! কন্না আঘে মরে বাজ'  
আমা এয়েত্তে দিন ইখ্কে আঙ্কার কেরাবত  
মুজুঙে উজেব' কন্না?  
আর নয় আর নয় বেঙাকঙা পদ আহ্ধানা  
আঙ্কার পুঝি ফেলেই ফুল্যা দেমেলাক ঝৈদ্যা ছারিনে  
সঙ আক্কে পান্তলী ধোরি মুজুঙ বাজেই ।  
এজ' বেগে পুরিহ্ ফেলেই তুই মুই উগুদো  
মুজুঙা উয়েই আহ্ধে আহ্ধে ধোরি  
সিদু আঘে পোত্যার বেল সদক বোয়েরর শান্তির বাণী ।

## সময়ের ডাক

পূর্বাকাশে রবি মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে  
সুদীর্ঘ ছায়া সংকুচিত হয়ে গেল  
তারপরও তোমার আগমনে কারোর প্রতিবাদ নেই।  
ফুরিয়ে যাবে সেকেন্ড মিনিট এক একটি ঘন্টা  
সূর্য যখন রক্তিম রঙ ছিটিয়ে দেবে  
হৃদয়ের নোংরামি ধ্বংস করার অসময়ে  
কিংবা পোড়া বারুদের গন্ধ  
সম্ভাবনার চিহ্ন ভরে গেল বিষাক্ত ইউরেনিয়ামে  
প্রবল আক্রোশে লাল ছিটকে পড়ে চারিদিকে।  
কোথাও আলো নেই, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার  
ইশারায় জেনে নিই কারো কাছে  
এরা কারা? ওরা কারা? আক্রমণ করো  
ঐ গুনো চিৎকার। কে আছে, আমাকে বাঁচাও...  
আমার আগামীর দিন অন্ধকার এবং ফাঁদ...  
সামনে প্রতিবাদী কণ্ঠ কার?  
আর নয়, আর নয় বন্ধুর পথ চলা  
আলোর বর্তিকায় মসৃণ পথ হেঁটে  
জোর কদমে সামনের পথ খুলে দিই  
এসো সবাই ভুলে যাই পেজেলামি  
সমানে এগুই হাতে হাত রেখে  
যেখানে রয়েছে প্রভাতের সূর্যের আলো এবং শান্তির বাণী।

অনুবাদ : রিপরিগ চাকমা

## ধারাপাদ

### রনেল চাকমা

হিল চাদিগাঙ জুম্ম ধারাপাদর পাদাতুন ইরুক  
প্লাস চিন্ময়ান লুপ পার। এ্যান কি শুন চিন্ময়ান  
পয়্যান আন্দলত। জুম্ম ধারাপাদত মাইনাস আ ভাগ চিন্ময়ানি  
ইরুক গনি-ন' পায়্যে পিগিরে গুর' সান লাঙেল লাঙেল।  
হালিক হিলচাদিগাঙ বাংলা ধারাপাদত  
এ প্লাস বি হোল স্কয়ার সুত্রউন লারে লারে গোরি  
টাকটক্যে কাম্য ওই উধিদিন দিন দিন।  
ও জুম্ম ধারাপাদ রজেয়ে লক ভাবি চহুর-নি-ন চহুর  
জুম্ম ধারাপাদ ছাবেয়ে লক উদ' রাঘর-নি-ন রাঘর  
জুম্ম ধারাপাদ পরবো লক বা কিত্তেই সাজন্যে মায় সানগ্লাস লাগোয়া!  
এধক্যা আ কয়দিন?  
রজেয়েলক যুনি আহ্ধ' আজা গোরি বোই থাগ'  
পরবোলক যুনি সানগ্লাস খুলিনে পরুক পরুক গোরিন' পর'  
ভুলন ধরি-ন'দো।  
সালেন পাটিগণিত, বীজগণিত ভুল শিখানা পইদ্যানে  
উক্কগম ইঞ্জিনিয়ার পেবার আঝা  
চাদিগাং ছারা পালা' সান  
চোঘপানি ঝরে ঝরেয়ো শুনি ফুরানায়ান স্ববন ওই থেব'।

## ধারাপাত

জুম পাহাড়ের আদিবাসী ধারাপাত থেকে ইদানিং  
যোগ চিহ্নটা উঠে গেছে। এমন কি গুণ চিহ্নটাও  
পর্যন্ত আড়ালে। আদিবাসী ধারাপাত থেকে বিয়োগচিহ্ন আর ভাগ চিহ্নগুলো  
ইদানিং অসংখ্য পিপড়ে সারির মত জুম পাহাড়ের ভাজে ভাজে  
তাই জুম পাহাড়ের বাংলা ধারাপাত পর্বে  
এ প্লাস বি-হোল স্কয়ারের সূত্রগুলো পর্যায়ক্রমে  
তীব্র হয়ে উঠছে প্রতিদিন।  
হে জুম পাহাড়ের ধারাপাত রচনাকারী ভেবে দেখ  
আদিবাসী ধারাপাত ছাপাকারী মানব খুঁজে দেখ  
আদিবাসী ধারাপাত পাঠকেরা কেন শুধু সাঝের বেলায় সানগ্লাস লাগিয়েছে।  
এভাবে আর কতদিন  
রচনাকারীরা যদি বুঝেও না বুঝে ভুল গুনেও না গুনে  
ছাপাকারীরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাক  
চিন্তকেরা যদি সানগ্লাস না খুলে মনোযোগী না হও  
শোধরানো যদি না হয় ভুল  
তাহলে হিসেবের খাতায় ভুল শেখানোর পেছনে  
একজন দালান নির্মাণকারী পাওয়া আশা  
'চাদিগাও ছারা' পালার মতো  
চোখের পানি ফেলিয়েও স্বপ্নের মত থেকে যাবে।

অনুবাদ : মৃত্তিকা চাকমা



## মর ধারাজ নেই

### সুগম চাকমা

মর ধারাজ নেই  
রঙচঙ্যা টাউনত মিঝি যেবার  
বাবুগিরি গোরি জীবনান কাদেবার  
দশজন' মায় একজন অভার ।  
মর ধারাজ নেই  
ব' নিজেজ' উত্তরে থিয়েবার  
মানষ্য পেরদত লাদিমারি পেত ভেরেবার  
তারা মায় চেলা অভার ।  
মর ধারাজ নেই  
এ পিঙিমি ছারি স্বর্গত যেবার  
লাঙেলর পদ ছারি সঙপধত আধিবার  
জুম ফেলেইনে ভুই গোরিবার ।  
মর ধারাজ নেই  
এ জিংকানী বদলেবার  
নুও উক্ক কবিত্তে রজেবার ।

## আমার ইচ্ছে নেই

আমার ইচ্ছে নেই  
রঙ মাখানো ইটের পাজরে মিশে যেতে  
ভদ্রাসনে জীবন কাটিয়ে দিতে  
সমাজের আলোচিত ব্যক্তি হতে ।  
আমার ইচ্ছে নেই  
নিঃশ্বাসের উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে  
মানুষের পেটে ঠোকা মেরে নিজের তৃপ্তি মেটাতে  
তাদের মাঝে নেতা হওয়ায় ।  
আমার ইচ্ছে নেই  
এ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চলে যেতে  
বন্ধুর পথ ছেড়ে সমতলের পথ হাঁটতে  
জুম ফেলে জমির ক্ষেতের ফসলে যেতে ।  
আমার ইচ্ছে নেই  
এ জীবনের গতি বদল করিয়ে নিতে  
নতুন একটা কবিতা রচনা করতে ।

অনুবাদ : মৃন্তিকা চাকমা

একশ' বঝরপর এক্কাণ স্ববন

তনয় দেওয়ান ইন্দু

একদিন ঘুমত আদেখ্যা গোরি

লুঙিলুং এক্কাণ নুও দেবত

মোন-মুরো আঘন ঠিগ, খালিক-

সিয়েন রাঙামাত্যা নয়, খাগড়াছড়ি নয়,

বান্দরবানও নয় নদেখ্যা ন' চিন্যা এক্কাণ এ্যাহ্ল জাগা ।

উক্ক বিরেট মুরো সিভে ফুরমোন নয়

আলুটিলেও নয়, ঠিগ তজিংডংও নয়

সে মুরো ভিদিরে এক্কাণ বিশ্ববিদ্যালয়,

যার ইংরেজি সমার্থক ইউনিভারসিটি

সিধু মুই পরং ।

ম সমারে যারা পরন বেঙ্কুন নাক চেবেদাক

আমারে যারা পরান তারাও আমরা সান ।

মুই সুওত চাঙমা সাহিত্যলোই অনার্স থুম গোরি মাস্টার গরঙর ।

আদেখ্যা গোরি ঘুমন্তুন জাগি উধিলুং

এ্যাহ্নে মনে ভাবিলুং, ইয়েন কি স্ববন দেঘিলুং!

রাঙামাত্যা, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান নয়-

দেক্কে সেধক । কেয়্যাত জার' কাদা উধিলেক কধক;

অনুমান গল্যুং একশ বঝর পরে ওই পারে

এক্কাণ স্ববন সে ন'দেখ্যা ন' চিন্যা দেশান

আমা হিল চাদিগাং ।

## শতবর্ষের পরে একটি স্বপ্ন

একদিন গেলাম এক নতুন রাজ্যে ।  
পাহাড় পর্বত সব আছে, তবে  
রাঙামাটি নয়, খাগড়াছড়ি নয়  
বান্দরবানও নয়, অচেনা অজানা একটি সবুজভূমি ।  
একটি বড় পাহাড়, সেটি ফুরমোন নয়  
আলুটিলাও নয়, ঠিক তহজিৎডংও নয়  
সেই পাহাড়ের অভ্যন্তরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়,  
যার ইংরেজি সমার্থক ইউনিভারসিটি  
সেখানে আমি অধ্যয়নরত ।  
যারা আমার সাথী তারা সবাই নাক চেন্টা  
আমাদের যারা শিক্ষা দেন তারাও আমাদের মতন ।  
আমি সেখানে চাকমা সাহিত্য নিয়ে অনার্স শেষ করে মাস্টার্স করছি ।  
হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠি  
তারপর মনে মনে ভাবলাম, এ কী স্বপ্ন দেখলাম!  
রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান নয়  
দেখতে একই, গায়ে কাঁটা উঠলো কত!  
অনুমান করলাম একশ বছর পর হতেও পারে  
একটি স্বপ্ন, সেই অচেনা-অজানা দেশটিই  
আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ।

অনুবাদ : তনয় দেওয়ান ইন্দু

## সেদিন্যর আঝায় জয়মতি তালুকদার ফেলি

আগে আমা জুম্ম জাণ্ডো ভিদিরে  
ন' এল' কন' দুগর দিন  
সেক্কে ন' এল'  
ভেইয়ে ভেইয়ে কাবা-কাবি মারা-মারি লরা-লরি  
বাবে পুদে  
ইক্কুনেই আর আমা ইধু  
সেই পুরনী ভালদে দিনুন  
ইক্কে চেরো কিত্যোন্দি শুন' যায়  
বন্দুগ' শুলির আবাজ  
আদাম ঘর পুরি যেইয়ে কথা ।  
ইখ্কে দিনত বিঝু লক্কেনে  
পোতপোত্যা জুন পহুরত  
উদোনত মিলে মরদে মিলিনে  
ন' খেলন আর  
ঘিরে খারা, নাথেং খারা পটি খারা ।  
কমলে এব' আমা ইধু  
সেই আগর সুগর দিনুন  
বাচ্ছেই আঘং মুই  
সে দিন্যর আঝায় ।

## সেই দিনের আশায়

আগে আমাদের জুম্মদের ভেতরে  
ছিল না কোন দুঃখের দিন  
তখন ছিল না  
ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি, মারামারি ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া  
পিতা-পুত্রের  
এখন আমাদের মাঝে নেই আর  
সেই পুরানো সুদিন  
এখন চারিদিকে শুনা যায়  
বন্দুকের গোলা বারুদের আওয়াজ  
পাড়া-গ্রামের পুড়ে যাওয়া ছাই-এর কথা  
ইদানিং বিঝুর দিনে  
ফুটফুটে জ্যোৎস্না আলোয়

উঠানের মধ্যে ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে  
খেলে না আর  
ঘিলা খেলা নাধেং খেলা পট্টি খেলা ।  
কবে আসবে আমাদের মাঝে  
সেই আগের সুখের দিন,  
আমি অপেক্ষায় রয়েছি  
সেই দিনটির আশায় ।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

মুই

মুন্ডা চাকমা

মুই কি সিভে যে কিনা  
মানষ্যরে স্ববন দেঘায়  
নিজে স্ববন ন' দেখে ।  
কোচপানার কথা কয়  
নিজে কোচ ন' পায় ।  
আঝার পহর দেঘায়  
নিজে ন' দেখে ।  
মুয়ে ভালদি দিনর কথা কয়  
দেখে ন' পারে কামে কঙ্কে ।  
আধিবের পথ দেঘায়  
ভাঙা থেঙে ন' পারে আকোই ।  
উঝ রাখেই চলিবের চায়  
চলিপায় বেআহলে ।  
উগুরে উগুরে মানষ্যে  
যা বুঝিরের বুঝিলন মরে ।  
আজলেই মুই গিরোচ নেইয়া সারাঘর,  
তভা পুরো খরর উইয়ে খেইয়া মুর খাম  
সেদাম নেইয়া পিওমরা মুজুঙ দিনর  
হালহাল্যা সলং,  
রাজপথ মিজিলত থাদে পজ্যা মানৈয়র  
কিজেক ন' অহ্লে  
জীবনর লারেয়ত অহধি যেইয়া মানৈয়র বেঙা ছাবা  
অয়-দ' অন্য কিজু

# আমি

আমি কি তা হয় কিনা  
মানুষকে স্বপ্নালোকে নিয়ে যায়  
নিজে কিন্তু স্বপ্ন দেখেনা।  
ভালোবাসার কথা বলে  
নিজে ভালোবাসে না।  
হাজারো আলো দেখায়  
নিজে দেখে না।  
মুখে মুখে সুদিনের কথা বলে  
দেখতে পারে না কাজে কর্মে।  
চলার পথ দেখায়  
খোড়া পায়ে এগুতে পারে না।  
সতর্কতার সহিত পা ফেলতে চায়  
চলতে হয় অবাধ্যতায়।  
হাস্কাভাবে মানুষ যা  
যা বুঝে নেয় আমাকে।  
আসলেই আমি মালিকহীন ম্যাচের বাক্স  
পরিপূর্ণ উইপোকা খাওয়া ঘরের খুঁটি  
ভীরা কলিজাহীন আগামী দিনের  
কংকালসার  
রাজপথের মিছিলের আক্রান্ত মানুষের  
চিৎকার না হলে  
জীবন যুদ্ধে এক পরাজিত মানুষের প্রেতাত্মা  
হয়তো অন্য কিছু।

অনুবাদ : মৃণ্টিকা চাকমা

## কবি পরিচিতি

- শিবচরণ চাকমা** : আঠার শতকের সাধক ও চারণ কবি। ‘গোজেন লামা’ তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।
- ধর্মধন চাকমা** : উনিশ শতকের কবি। ‘চান্দবির বারমাস’; রচনার জন্য সুখ্যাত।
- প্রবোধ চন্দ্র চাকমা (ফিরিঙ্গিচান)** : বিশ শতকের প্রথম দিকের কবি। তাঁর ‘আলসি কবিতা’ ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।
- চুনীলাল দেওয়ান (১৯১১-১৯৫৫)** : প্রথম চাকমা চিত্রশিল্পী। চাকমা কাব্য সাহিত্যের বিহারীলাল। কবিতা ও গান লিখতেন। তাঁর গানের সংকলন ‘নিবেদন’ (সম্পাদনা নন্দলাল শর্মা, প্রকল্পনা সাহিত্যাস্তন, রাঙ্গামাটি) ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে।
- মুকুন্দ তালুকদার** : দিঘিনালার অধিবাসী ছিলেন। ‘গৈরিকা’য় তাঁর একটি চাকমা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।
- সলিল রায় (১৯২৮-১৯৮১)** : গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান ও নাটক লিখতেন।
- চিত্রমোহন চাকমা (জন্ম ১৯৩০)** : কবি ও গীতিকার। তাঁর লেখা ও নির্দেশনায় একটি টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছে।
- ভগদত্ত খীসা (১৯৩৩-২০০২)** : এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি লাভের পর স্বাধীন চিকিৎসক ছিলেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক লিখতেন। তাঁর গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ ‘তালিক শাস্ত্র’।
- বীরকুমার তঞ্চঙ্গ্যা (জন্ম ১৯৩৭)** : কবি, গল্পকার, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘খানমানা চুমুলাঙ গায়েঞ চাকমা-তঞ্চঙ্গ্যা লোকায়ত দর্শনের ভূমিকা’ (১৯৭৭) ও ‘তঞ্চঙ্গ্যা পরিচিতি (১৯৯৫)।
- ফেলাজেয়া চাকমা (জন্ম ১৯৪৪)** : ইংরেজিতে অনার্স ও এম.এ. ডিগ্রি লাভের পর শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। আধুনিক চাকমা কবিতা জগতের ভগীরথ।
- দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা (১৯৪৯-১৯৯৬):** রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে ইংরেজির প্রভাষক ছিলেন। প্রকাশিত চাকমা কবিতাগ্রন্থ ‘পাদা রঙ কোচপানা’ (১৯৭৮) ও বাংলা কবিতা গ্রন্থ ‘অন্তর্গত বৃষ্টিপাত’ (১৯৭৯)।
- সুপ্রিয় তালুকদার (জন্ম ১৯৫০)** : সাবেক পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপ’ (১৯৮৭), ‘চম্পকনগর সন্ধান : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি’ (১৯৯১), ‘নীলিমায় নীল’ (কাব্যগ্রন্থ ২০০৫), The Chakma Race (২০০৬)
- ননাধন চাকমা (সুগত চাকমা, জন্ম ১৯৫১):** কবি ও গবেষক। ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘চাকমা বাংলা কথাতারা’ (১৯৭৫), ‘রংধং’ (১৯৭৮), ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা’ (১৯৭৮), ‘চাকমা পরিচিতি’ (১৯৮৩),

‘বাংলাদেশের উপজাতি’ (১৯৮৫), ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা’ (১৯৮৮), ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি’ (১৯৯৩), ‘চাকমা রূপকথা’ (১৯৯৫), ‘চাকমা ও চাক ইতিহাস আলোচনা’ (২০০০), ‘বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার’ (২০০০), ‘বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য’ (২০০২)।

- রমনীমোহন চাকমা (জন্ম ১৯৫১)** : পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও গান লিখেন।
- পরমানন্দ বিকাশ দেওয়ান (জন্ম ১৯৫২):** কবি। দেড় বছর বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। ঢাকার মীরপুরে বাংলাদেশ ব্যান্টিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।
- শ্যামল তালুকদার (জন্ম ১৯৫৬)** : কবি, সরকারি চাকুরে। ‘জুম ইন্সটিটিউটস্ কাউন্সিল’ (জাক)-এর সদস্য।
- শ্রেয়লাল চাকমা (জন্ম ১৯৫৭)** : কবি, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতা, সাংস্কৃতিক সংগঠক। সরকারি চাকুরে।
- শান্তিময় চাকমা (জন্ম ১৯৫৭)** : কবি ও নাট্যকার। সিনিয়র শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। তাঁর মঞ্চস্থ নাটক ‘বিজুরামর স্বর্গত যানা’, ‘আন্দারত জুনি পহর’ ইত্যাদি। জুম ইন্সটিটিউটস্ কাউন্সিল (জাক)-এর সদস্য।
- মৃন্তিকা চাকমা (জন্ম ১৯৫৮)** : কবি, নাট্যকার, সাংস্কৃতিক সংগঠক। সিনিয়র শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘এক জুর মান্নেক’ (চাকমা নাটক ১৯৮৮), ‘গোব্বেন’ (১৯৯৩), ‘দিগবন সেরেতুন’ (চাকমা কবিতা ১৯৯৫), ‘মন পরানী’ (চাকমা কবিতা ২০০২), ‘এখনো পাহাড় কাঁদে’ (বাংলা কবিতা ২০০২)। তাঁর লেখা দশটি চাকমা নাটকের মধ্যে ‘হক্কানির ধনপানা’ ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে। জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
- সুহৃদ চাকমা (১৯৫৮-১৯৮৮)** : আধুনিক চাকমা কবিতার অন্যতম রূপকার ও মননশীল প্রাবন্ধিক। জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। সাবেক শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয় ও মহাব্যবস্থাপক মোনঘর শিশুসদন। প্রকাশিত চাকমা কাব্যগ্রন্থ ‘বাগী’ (১৯৮৭)।
- বীরকুমার চাকমা (জন্ম ১৯৫৮)** : কবিতা, গান, গল্প লিখেন। সুরকার, অভিনেতা ও সংগীত শিল্পী। সরকারি চাকুরে। জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
- মুজিবুল হক বুলবুল** : রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমীর কালচারাল অফিসার। কবিতা ও গান লিখেন।
- সুসময় চাকমা (জন্ম ১৯৫৯)** : উপপরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি। গবেষক, কবি ও সম্পাদক। জাক-এর



	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।
রাজা দেবানীষ রায় (জন্ম ১৯৬০)	: চাকমা চিফ, ব্যারিস্টার। কবি, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী। জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
তরুণ কুমার চাকমা (জন্ম ১৯৬০)	: কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ 'বাখির' (গান) এবং 'এচ্চা বিবুত মা গঙ্গী তরে ঘিবে বিবুফুল' (২০০৫)।
কৃষ্ণচন্দ্র চাকমা (জন্ম ১৯৬০)	: বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের সিনিয়র কর্মকর্তা। বর্তমানে সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। কবি ও সম্পাদক।
হীরালাল চাকমা (জন্ম ১৯৬০)	: প্রধান শিক্ষক, শিলাকডাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরকল। জাক-এর সদস্য।
শিশির চাকমা (জন্ম ১৯৬১)	: কবি, প্রাবন্ধিক সমালোচক। সিনিয়র শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। টিভি নাটকের শক্তিমান অভিনেতা। জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (বর্তমানে সভাপতি)।
রাস্কীন চাকমা (রণজ্যোতি চাকমা, জন্ম ১৯৬১)	: কবি ও প্রাবন্ধিক। পেশায় প্রকৌশলী, বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে কর্মরত। জাক-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
চন্দন চাকমা (জন্ম ১৯৬২)	: কবিতা, গল্প ও সমালোচনা লিখেন। সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। জাক-এর সদস্য।
ঝিমিডঝিমিড চাকমা (জন্ম ১৯৬৩)	: শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক লিখেন। নাট্যনির্দেশক ও অভিনেতা। আদিবাসী জীবনভিত্তিক টিভি নাটক 'আলালত পহর' (১৯৯৬)-এর নির্দেশক। জাক-এর সদস্য।
পুল্পিতা খীসা (জন্ম ১৯৬৫)	: কবিতা ও ছোটগল্প লিখেন। বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামের পাহাড়িকা অনুষ্ঠানের প্রযোজক। জাক-এর সদস্য।
তারাকম্বের ত্রিপুরা (জন্ম ১৯৬৫)	: কবিতা ও গল্প লিখেন। সরকারি চাকুরে।
সজীব চাকমা (জন্ম ১৯৬৯)	: কবিতা, গল্প ও সমালোচনা লিখেন। জাক-এর প্রাক্তন সদস্য।
অং হাইন চাক (জন্ম ১৯৭০)	: কবিতা লিখেন। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট বান্দরবানে কর্মরত।
আনন্দমিত্র চাকমা (জন্ম ১৯৭২)	: কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেন। শিক্ষক, মোনঘর আবাসিক বিদ্যালয়। জাক-এর সদস্য।
চাহমা সীমা দেবান (জন্ম ১৯৭২)	: কবিতা লিখেন। জাক-এর সদস্য।
রিপরিপ চাকমা (জন্ম ১৯৭৯)	: জনপ্রিয় তরুণ কবি। ৫ম এপিবিএন-এ কর্মরত।
রঞ্জন চাকমা (জন্ম ১৯৮২)	: কবিতা, গল্প লিখেন, অনুবাদ করেন। জাক কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য।
সুগম চাকমা (জন্ম ১৯৮২)	: কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখেন। পেশায় প্রকৌশলী। বর্তমানে সিঙ্গাপুরে কর্মরত।
তনয় দেওয়ান ইন্দু (জন্ম ১৯৮২)	: কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেন। পেশায় প্রকৌশলী। জাক-এর সদস্য।
জয়মতি তালুকদার ফেলি (জন্ম ১৯৮৪)	: কবিতা ও গল্প লিখেন।
মুক্তা চাকমা (জন্ম ১৯৮৫)	: কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখেন।